রাজপুতানার কীর্ত্তি কাহিনী

রাঠোর-দুহিতা

মমতাজ

অভিনব-নাট্যোপন্যাস

প্রণেত্রী

শ্রীযুক্তা তরুরাণী চট্টোপাধ্যায়

সংশোধক

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় মুদ্রণ

১৩৩৭

[মূল্য এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার শীল

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী

১৮।১, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্রাট

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

—প্রণীত—

জাতীয় ভাবময় ঐতিহাসিক উপন্যাস

রাজ-রাজেশ্বরী

প্রকাশিত হইল।

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন দাস

সত্যনারায়ণ প্রেস

২৫নং, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

প্রতিভা-প্রদীপ্ত, মনীষা-মণ্ডিত, সাহিত্য-শ্রী[illegible] আমার পূজনীয় প্রণমীয় গুরুর গুরু শশাঙ্কদেবের রক্ত-শতদল সম চরণে, ভক্তিপূর্ণ অন্তরে ভক্তি অর্ঘ্য স্বরূপ ক্ষুদ্র এই পুস্তকখানি সমর্পণ করলুম।

ক্ষুদ্র হলেও—এ পূজারিণীর অন্তর দিয়ে গড়া—অশ্রু [illegible] ভরা। ক্ষুদ্র তড়াগ বা হ্রদ শুষ্ক হলেও বিশাল অম্বু জলধির নীর কখনও শুষ্ক হয় না। তেমনি আপনার উদার উচ্চ [illegible] হৃদয়ে করণের স্নেহ-নীর কখনও শুষ্ক হতে পারে না। এই বিশ্বাসে—সেই আশায় এই দুঃসাহসিকতায় সাহসী হলুম।

বাবা, আপনিই লিখেছেন—স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে—তাহলে নিশ্চয়ই ইহপরজন্মেও সম্বন্ধ আছে। তা যদি থাকে—তাহলে আশীর্ব্বাদ করুন বাবা, যেন ইহজন্মের এই সম্বন্ধ নিয়েই পরজন্মে আবার জন্মগ্রহ করি—আবার যেন এই সম্বন্ধে সিঁদুর-লিপ্ত শিরে আপনার কুসুমকোমল-কনক-কমলসম পদ শতদলে এমনি ভাবে প্রণাম করতে পারি—শত জন্ম যেন এমনি ভাবে আপনাকে পূজা করতে পারি। ইতি—

আশীষ প্রার্থিতা

প্রণতা—ললিতা

বাজিল দুন্দুভি—ঘোষিল শুভ বার্ত্তা মন্দ্রে মন্দ্রে।

গাহিল বাঙ্গালী—বাণীর জয়গান ছন্দে ছন্দে ॥

স্বপ্ন আজ সফল হইল—সাধনা আজ সাৰ্থক হইল।

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠান পূত—পাঠকের আশা আজ পূর্ণ হইল !

সাহিত্য-জগতে সর্ব্বজন নন্দিত বন্দিত

মানসী সম্পাদক সাহিত্যেশ্বর—

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের প্রতিভা-সঞ্চারিত-লেখনী-সম্পাতে গঠিত—

—প্রতিমা—

সাহিত্য দেবীর আশীষধারী পূজকের সমস্ত প্রতিভালোকে উজ্জলিতা

—শোভা-সম্পদে—সৌন্দর্য্যে—মাধুর্য্যে মণ্ডিতা—

—প্রতিমা—

সত্যই অনুপম—অতুলন—অতি মনোরম।

শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী হইতে চারুচিত্রে চিত্রিত হইয়া বাংলার

আকাশ বাতাস পুলকাঞ্চিত করিয়া ২য় সং প্রকাশিত হইল।

পূণ্য-পুলকময়ী, স্বর্গালোকময়ী প্রভাত-প্রতিভালোক-প্রদীপ্তা এ—

—প্রতিমা—

বাংলার শুদ্ধান্তঃচারিণী—দেবীরূপিণী ললনাগণ কর্ত্তৃক—বাঙ্গালীর

পূণ্য-মন্দির সম অন্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত হোক—বন্দিত হোক—

ঘরে ঘরে প্রতিমার আরতি হোক।

—কথা কয়টী—

'রাঠোর দুহিতা মমতাজ' নামটী বেশ—বেশ চিত্তাকর্ষক। এই আধা হিন্দু আধা মুসলমানী অথচ ঘটনার সামঞ্জস্যকর এই অভিনব নামকরণ আমার নয়। যাঁরা মমতাজকে সমৃদ্ধ সজ্জায় সুসজ্জিতা করেছেন—যাঁরা মমতাজকে সকলের নিকট পরিচিতা করেছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরীর অবসর প্রাপ্ত আচার্য্যসম ধীমান শ্রীমান প্রবীণ প্রাজ্ঞ সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী শীল মহাশয়ের পুত্র, আমার কনিষ্ঠ দেবর সম—সহোদর সম শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার ও হেমেন্দ্রকুমার শীল—রাম লক্ষণ সম ভ্রাতৃ-যুগল এই চিত্তাকর্ষক নামকরণ করেছেন। তাঁদের আমি মঙ্গল প্রার্থনা করি।

"রাঠোর-দুহিতা মমতাজ" নামটা পড়লে-দেখলে—শুনলে মনে হয় অনেক ঐতিহাসিক সম্ভার বুঝি মমতাজের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় চিত্রিত আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইতিহাসের কোন সম্ভার মমতাজের মধ্যে নাই। না থাকলেও অতীতের আলোকযুগের রাজপুত বীরের চারু-চিত্র—বীরকীর্ত্তি এর প্রতি পৃষ্ঠায়-প্রতি ছত্রে আঁকবার চেষ্টা করেছি—চেষ্টা আমার সফল হয়েছে কিনা তা জানি না। জানি না—সাহিত্য-সেবীর আদর কি অনাদর পাবে মমতাজ।

অশেষগুণ-ভূষিতা—সদাহাস্য-কৌমুদী-শোভিতা—আমার পরমোপকারিণী, পরম হিতৌষিণী ভগিনীসমা মঙ্গল-প্রার্থিনী, সাহিত্যানুরাগিণী, গৌরবের প্রতিবাসিনী, আত্মীয়তুল্যা বান্ধবা **শ্রীযুক্তা নিখুঁতা বালা সান্যাল** [শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র সান্যাল মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী] এবং **শ্রীযুক্তা নীর বালা দত্ত** (এসিয়াটিক্ সোসাইটীর লাইব্রেরীয়ান মিঃ বি, এল, দত্তের পত্নী) এই দুই মহিয়সী গরীয়সী মহিলা মহোদয়াদ্বয়ের সাহায্য ও সমানুভূতি না পেলে রাঠোরদুহিতাকে ভাল মন্দ কোন মূর্ত্তিতেই গড়ে তুল্‌তে পারতুম না। তাই আজ কৃতজ্ঞতা ভরে—মুক্ত অন্তরে—মুক্ত কণ্ঠে আমার পুণ্য-পুলকময়ী, অলোক-আলোকময়ী বান্ধবাদ্বয়ের যশোগান গাইছি—মঙ্গলপ্রার্থনা করছি।

দোল পূর্ণিমা—১৩৩৫
১১ জয়মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সদা শুভ-প্রার্থিণী—
শ্রীতরুরাণী চট্টোপাধ্যায়।

তরুণবীর রূপেন্দ্র, নতআননা, তরুণীর প্রতি কমল নয়নদ্বয় স্থাপনে শান্তস্বরে বলিলেন,—"বড় কৌতূহল উদ্দীপক নাম-রহস্য তোমার।—রাঠোর-দুহিতা [illegible]—অথচ লোকে তোমায় মুসলমানীয়া ভাজ বলে কেন ডাকে বালা ?"

রাঠোর-দুহিতা

মমতাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

"আরাবল্লীর অধিত্যকার মধ্যে—এই স্তব্ধ রজনীর অন্ধকার অঙ্গে আলোক ছুটিয়ে—এই ভীষণ ভয়ঙ্কর আর্ত্ত-কোলাহলময়-স্থানে স্থিরা সৌদামিনীর মত একাকিনী দাঁড়িয়ে কে তুমি? মানবী—না বনদেবী?"

"আমি মানবী!"

"মানবী! এই শমন-হৃদয়-শঙ্কিতকর অতি ভীষণ ভয়াবহ স্থানে মানবী! নর-বক্ষ রক্ত প্রবাহিত—আর্ত্তনাদ নিনাদিত—ধ্বংসের লীলাময় স্থানে মানবী! আশে পাশে মৃত শবদেহ এই পর্ব্বত রাশির মত স্তূপীকৃত;—নরমুণ্ড প্রস্তর খণ্ডের মত

বিক্ষিপ্ত—হিংস্র জন্তুর গর্জ্জনধ্বনিত বিভীষণা দর্শন রণস্থলে তুমি কেন মানবী ?”

“তুমি কে পুরুষ ?”

“আমি অস্ত্র ব্যবসায়ী রাজপুত।”

“আমিও বীর-ব্রত-পরায়ণা রাজপুত রমণী।”

“বীরের স্থান অনির্দ্দিষ্ট—গতিও অবাধ। দেশ রক্ষায়—শত্রু সংহারে তাকে জলে, স্থলে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে উল্কার মত ছুটে বেড়াতে হয়—বীরের বসতি স্থানই যে মরণের আবেষ্টন মধ্যে। কিন্তু নারী তুমি—তোমার স্থান অন্তঃপুর—তোমার কার্য্য সেবা শুশ্রূষা—তোমার ভূষণ পতিপূজা—স্নেহ করুণা পবিত্রতা—এতো নয় রমণীর স্থান। আজ উদয়পুরের সমস্ত রমণীগণ দুর্গে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। কেবল তুমি একাকিনী এই অতি ভয়ঙ্কর স্থানে বিস্ময়ের শত সহস্র তরঙ্গ ছুটিয়ে আবির্ভূতা।”

“রমণীর এখানে আগমন অসম্ভব যদি ভেবে থাক রাজপুত বীর—তা'হলে তার সঙ্গে এটাও ভাবা উচিত—যে ইচ্ছায় আমি এখানে আসি নাই।”

“তা বুঝেছি—বুঝেছি বলেই বল্‌ছি—এস ; কাছে এস—আমায় বল কে তুমি—কেন এমন করাল ভীষণ স্থানে এলে তুমি ?”

“তার আগে বলুন আপনি কে ?”

"শুনে লাভ ?"

"আমার আত্মকথা শুনেই বা আপনার লাভ ?"

"তোমার কথা শুনে আমার কিছু লাভ নাই—তবে তোমার লাভ আছে।"

"আমার লাভ কি লোকসান হবে—তা আপনার পরিচয় না পেলে কেমন করে বুঝবো! কেমন করে জানবো—যে আপনি আমার শত্রু কি মিত্র ?"

"রাজপুত কখনও নারীর শত্রুতা সাধন করে না—রাজপুতের মেয়ে তুমি—তোমার মুখে এ কথা সাজে না।"

"কিন্তু আমি যদি আপনার কোন পরম শত্রুর নন্দিনী বা সহধর্ম্মিণী হই—তবুও কি আপনার অন্তর এমনি উদার উচ্চ থাকবে ?"

"হাঁ—থাকবে।"

"শপথ করছেন ?"

"শপথ নিষ্প্রয়োজন।"

"আপনার নিকট নিষ্প্রয়োজন হলেও—আমার নিকট প্রয়োজন। নতুবা পরিচয় প্রদানে হয়তো আমার নারীত্ব—সতীত্ব —আমার জীবনও বিপন্ন হতে পারে।"

"তবে শোন নারী শপথ আমার তুমি যদি সত্যই বিপন্না হয়ে থাক, তবে তোমায় সর্ব্বস্বপণে রক্ষা করবো; তুমি যদি

কারও দ্বারা অত্যাচারিতা উৎপীড়িতা হয়ে থাক—তাহলে সেই অত্যাচারীর শাসনে বজ্রমুষ্টিতে তরবারী ধারণ করবে; তুমি যদি পথহারা আশ্রয়হারা হও—তাহলে শত বিপদ উপেক্ষায় তোমায় আশ্রয় দেব—তোমায় তোমার গন্তব্য স্থানে স্বসম্মানে পৌঁছে দেব।"

"শত্রুকন্যা হলেও কি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন?"

"হাঁ করবো। আপনি যদি পরম শত্রুরও কন্যা হন—যদি আপনি রাজপুতের মহা শত্রুর পত্নীও হন—তথাপি রাজপুতবীর নারীর ওপরে প্রতিশোধ পূরণে সয়তানের মূর্ত্তি ধারণ করবে না।"

"তবে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

অদূরে দণ্ডায়মান অস্ত্র শস্ত্র বিভূষিত এক অতি তরুণ বীরপুরুষের দিকে ধীরে—অতি ধীরে—মন্থরে—হাস্য অধরে বালিকা অগ্রসর হইল। বালিকা রাজপুত যোদ্ধার অতি সন্নিকটে আসিয়া তার গতি নিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া—হাস্য-স্ফুরিতকণ্ঠে বলিল—"এই আমি এসেছি।"

রাজপুতবীর বিস্ফারিত নয়নে রমণীর প্রতি চাহিলেন, দেখিলেন—বালিকা অপূর্ব্ব সুন্দরী! এমন সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য তিনি আর পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। দেখিলেন—এতক্ষণ যাহাকে রমণী বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন—সে একটী ষোড়শী রূপসী। অবাকে—নির্ব্বাকে—অপলকে যুবক-বীর রূপসীর মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আজ সমগ্র রাজপুতানার প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত মোগলের অস্ত্র-ঝঙ্কার নিনাদিত। মোগলকুল পঙ্গপালের ন্যায় দেশ উৎসন্ন দিতেছে। রাজস্থানের গ্রামে গ্রামে—নগরে নগরে দুর্গে দুর্গে অবিরাম রণভেরী বাজিতেছে। রাজপুতগণ চাষবাস, ব্যবসা বাণিজ্য, সমস্ত কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোমরে অসি বাঁধিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিতেছে। রাজপুত বীর-ললনাগণ জহর-ব্রতা-য়োজনে উৎফুল্লচিত্তে নিরতা! চারিদিকেই একটা হাহাকার—একটা বীর নিনাদ—একটা মহামারী ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। বীরত্বের আবাসস্থল—ধন ধান্যে হাস্যময়ী রাজপুতানা মোগল অত্যাচারে দগ্ধীভূত হইতেছে। বীর-বসতিময় রাজস্থান এক মহান যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

এই দুর্দ্দিনেও গৃহ-বিবাদের অভাব নাই। এই কাল গৃহ-বিবাদ বীর-প্রসবিনী রাজপুতানায় আশ্রয় না পাইলে কখনই ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হইত না।

কতকগুলি রাজপুত-কলঙ্ক মহারাজা ও রাজা, ঠাকুর ও সর্দ্দার মুসলমানের পদাশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদের হইয়া স্বদেশ—

স্বজাতি—স্বধর্ম্মীর সর্ব্বনাশ সাধনে নিযুক্ত হইয়াছে। দুর্গে দুর্গে—দূর্ভেদ্য পর্ব্বতে পর্ব্বতে—রাজপুতে রাজপুতে রক্তারক্তি হইতেছে।

অম্বর, যোধপুর, বিকানীর, মাড়বার প্রভৃতি মহা-প্রতাপশালী রাজন্য-মণ্ডলী দেশের স্বাধীনতা মোগলপতি আকবর শাহার পদে অর্পণ করিলেও—উদয়পুরের মহারাণা উদয়সিংহ এখনও দেশের গর্ব্ব-গৌরব—দেশের স্বাধীনতা রক্ষণে নিযুক্ত। আকবর শাহাও তাঁর সে স্বাধীনতা হরণে স্থির প্রতিজ্ঞ। দিল্লীশ্বরের প্রেরিত সেনানায়কগণ উদয়সিংহের বীরত্বের দ্বারে মাথা অবনত করিয়া পলায়ণ করিয়াছে। সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে আকবরশাহ স্বীয় প্রিয়তম পুত্র সেলিম সহ বিশাল বিপুল বাহিনী নিয়ে উদয়পুর আক্রমণ করিলেন।

উদয়পুরের সমস্ত সামন্ত ও সর্দ্দারগণ, সমস্ত অস্ত্রবিদ প্রজা মণ্ডলী ও উচ্চবংশীয় বহু সৈন্যপতি এবং ঠাকুর-কুল ও জায়গীরদারগণ আরাবল্লীর ব্যোমস্পর্শী পর্ব্বতোপার সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিলেন।

ঠাকুর রূপেন্দ্র সিংহ মহারাণার একজন ক্ষুদ্র জায়গীরদার। ক্ষুদ্র হলেও তাঁর দুর্গ ছিল দুর্ভেদ্য—দুর্গের নাম শান্তিগড়। তাঁর রাজ্য ক্ষুদ্র হলেও তিনি মোগল প্রলোভনে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেন নাই,—তাই তিনি আজ স্বদেশ স্বজাতির গৌরব রক্ষায় রাজ্য ঐশ্বর্য্য সিংহাসন ত্যাগে—জননী ভগিনী আত্মীয়-স্বজন

পরিহারে উদয়পুরের স্বরাজ-পতাকাতলে দ্বিসহস্র সৈন্যসহ যুদ্ধে আসিয়াছেন। যুদ্ধে যুবক রূপেন্দ্র সিংহের অসীম সাহস, অলৌকিক অস্ত্র-চালনা, অপূর্ব্ব রণ-নিপুণতা দর্শনে শত্রু মিত্র চমকিত হইল। স্বরাজ-সেবকগণের প্রচণ্ড প্রবল আক্রমণে অসংখ্য রাজ্যজয়া আকবর সাহ পরাজয়ে পলায়ণ করিলেন। মহারাণা বীর-যুবক রূপেন্দ্র সিংহকে 'মহারাও' উপাধি বিভূষণে বিভূষিত করিয়া তাঁহার উপর রাজস্থান প্রবেশের প্রধান পথ আরাবল্লী উপত্যকা রক্ষার ভারার্পণে উদয়পুরাভিমুখে স্বসৈন্যে যাত্রা করিলেন। রূপেন্দ্র সিংহ স্বীয় সহস্র সৈন্যসহ শত্রুর প্রবেশ পথ-রোধার্থে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত ক্ষুদ্র দুর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পার্ব্বত্য দুর্গের চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বত। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত-রাশি উঠিয়া গিয়াছে। পর্ব্বত জঙ্গলে পরিপূর্ণ—হিংস্রক জন্তুর আবাসস্থল। এই দুর্গম পর্ব্বতে বহুদূর পর্য্যন্ত কোন জন-মানবের বাস নাই। একটী পার্ব্বতীয় পথ ব্যতীত এই পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া রাজপুতানায় প্রবেশের আর দ্বিতায় পথ ছিল না। ক্ষুদ্র অপরিসর পার্ব্বতীয় পথের ঠিক উপরেই এই পার্ব্বত্য-পথ রক্ষার জন্য একটী ক্ষুদ্র সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। এই অভেদ্য দুর্গ এক্ষণে রূপেন্দ্র সিংহ সহস্র সৈন্যসহ রক্ষায় নিযুক্ত। সমস্ত রাজপুতানার স্বাধীনতা, সম্ভ্রম, মান, মর্য্যাদা বলিতে গেলে রূপেন্দ্র সিংহেরই উপর নির্ভর করিতেছে। একটু অন্যমনস্ক বা অসাবধান

হইলেই কৌশলী মোগলকুল পিল পিল করিয়া রাজপুতানায় প্রবিষ্ট হইয়া অপ্রস্তুত রাজপুতগণকে ধ্বংস করিয়া—ইস্‌লাম পতাকা জাতীয় দুর্গোপরি সমুড্ডীন করিবে। মহারাণা মঙ্গ দায়ীত্বময় গুরু-ভার রূপেন্দ্রের হস্তে সমর্পণে অনন্ত নির্ভরতায় চলে গেছেন।

রূপেন্দ্রও সে বিশ্বাস রক্ষণে সতত চেষ্টিত—সর্ব্বদাই পঞ্চ শত সৈন্যকে রণ-সজ্জিত রাখেন—তারা ক্লান্ত হলে পুনঃ বক্রী পঞ্চ শত সৈন্য শূন্য স্থান পূর্ণ করে। পাছে কুট-কৌশলী-মোগলকুল অলক্ষ্যে সহসা আক্রমণ করে—সেই শঙ্কায় রূপেন্দ্র একাকী যুদ্ধক্ষেত্র পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তখনও শত শত হতাহতের আর্ত্তনাদ—আহত অশ্বগণের কাতর হ্রেষারব শ্রুত হইতেছিল। ভগ্ন অসি, ঢাল বন্দুক, রণভেরী, রংবাদ্য চারিদিকে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি বিমর্ষচিত্তে রূপেন্দ্র সিংহ শ্মশানের এই ভয়াল করাল দৃশ্য দেখিতেছিলেন—আর মনে মনে ভাবিতে-ছিলেন—'কেন মানুষ এমন ভাবে কাটাকাটি করে মরে!'

তিনি অতি দুঃখভারাক্রান্তচিত্তে তথা হইতে ফিরিলেন। অন্যমনস্ক ভাবে বহুদূর চলিলেন। ক্রমে আহতগণের আর্ত্তনাদ বিলুপ্ত হইল। যতদূর দৃষ্টি যায়—ততদূর পর্য্যন্ত জন-মানবের কোন চিহ্ন নাই। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রের উপর আকাশে নর-ভুক পক্ষী-দল উড়িতেছে।

প্রায় সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব লোহিত-রঙ্গে বৃক্ষ-সুশোভিত-পর্ব্ব

পর্ব্বতান্তরালে ধীরে ধীরে প্রয়াণপথে গমনোদ্যত হইলেন। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগে রূপেন্দ্র সিংহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে যাইবেন,—এমন সময়ে দেখিলেন অদূরে এক নারীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। সেই নারী-মূর্ত্তিকে প্রথমে বনদেবী অনুমানে তিনি পুলকিত হইলেন। তারপর তাঁর প্রশ্নোত্তরে যথন বুঝিলেন—সে মানবী—তখন তিনি অধিকতর বিস্মিত হইলেন। তাঁহার শপথ শ্রবণে বালিকা নিকটে আসিলে, রূপেন্দ্র বালিকার রূপে বিমুগ্ধ বিহ্বল হইয়া শুধু অপলকে বালিকার চন্দ্র-প্রতিকৃতিময়ী বদনোপরি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণিকের জন্য রাজপুতবীর রূপেন্দ্র স্থান কাল সব বিস্মৃত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"রাজপুত-বীর।"

বিমুগ্ধ যুবকের মুগ্ধতা অপনোদিত হইল। মধুরে সুস্বরে কিশোরী বলিল—"অমন অবাকে অপলকে কি দেখছেন—রাজপুত বীর ?"

"তোমায় দেখছি।"

"আমায় দেখছেন! কেন—কখনও কি আপনি রমণীমুখ নিরীক্ষণ করেননি ?"

"করেছি—কত শত মুক্তাবগুণ্ঠনাময়ী যোড়শীর মুখাবলোকন করেছি। কিন্তু—"

"কিন্তু বলে থামলেন কেন ? বলুন—কিন্তুটা কি ?"

"কিন্তু—এমন রূপ বুঝি আর কখনও দেখি নাই।"

"আপনি রূপ ভালবাসেন ?"

"বাসি—আমি কেন সকলেই ভালবাসে।"

"আমি কিন্তু ভালবাসি না—আমি গুণ ভালবাসি। গুণ-হীনকে আমি আদৌ ভালবাসি না—ভালবাসতে পারি না—বরং ঘৃণা করি।"

যুবতীর কথায় যুবকের বদন ভাব পরিবর্ত্তিত হইল—অন্তর এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। পুলকান্দোলিত-চিত্তে,—বিস্ময়-বিস্ফারিত-কণ্ঠে রূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি—অপূর্ব্ব বালিকা?"

"**আমি রাঠোর-দুহিতা মমতাজ।**"

"রহস্য করো না নারী।"

"রহস্য করি নাই বীর।"

"রাজপুত-বালার—কখনও কি মুসলমানী-পরিচয়-জ্ঞাপক নাম হয়!"

"হয় না—কিন্তু হয়েছে। এখনও আমি অর্দ্ধেক রাজপুত, অর্দ্ধেক মুসলমান বলেই—রাঠের-দুহিতা মমতাজ বলেছি। সেই জন্যই সম্পূর্ণ মুসলমানী বসন ভূষণ পরিধান না করে—অর্দ্ধেক হিন্দুয়ানী—অর্দ্ধেক মুসলমানী বসন ভূষণ পরেছি।"

বিস্ময়-আক্রান্ত যুবক রূপেন্দ্রের নয়নদ্বয় এতক্ষণ শুধু বালিকার রূপ নিরীক্ষণেই নিযুক্ত ছিল। এখন বালিকার বাক্যে রূপেন্দ্র দেখিলেন—রমণী মিথ্যা বলে নাই—সত্যই তার বেশ কতক রাজপুত-ললনাদিগের ন্যায়—কতক মুসলমানীয়ার মত। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হিন্দু ও মুসলমানী অলঙ্কারে সুশোভিত। বসন ভূষণ অতি সুদৃশ্য সুন্দর ও মূল্যবান। যুবক ভাবিলেন—বালিকা অতি উচ্চ সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা।

একটা নির্দ্দিষ্ট বেশ-ভূষা না থাক্‌লেও—বালিকার ভাষা শ্রবণে, আকৃতি দর্শনে রূপেন্দ্র বুঝিলেন—বালিকা সত্যই রাঠোর-দুহিতা। শত বিস্ময়ে—শত কৌতুকে রূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন ধারা কখনও দেখি নাই! জাতীয় বেশভূষা—জাতীয় নাম ত্যাগে কেন তুমি পরদেশীর অনুকরণে নিজেকে সুশোভিতা করেছ নারী?"

"আমি কি ইচ্ছে করে করেছি! আমার ইচ্ছা না থাক্‌লেও আমায় এই বেশে সাজতে—এই নাম গ্রহণ করতে হয়েছে! আমি জানি—আমার নাম নিখিলা-বালা—কিন্তু লোকে ডাকে 'মমতাজ' আমি তার কি করবো?"

তরুণ বীর রূপেন্দ্র, নত আননা তরুণীর প্রতি করুণা কোমল নয়নদ্বয় স্থাপনে শান্তস্বরে বলিলেন, "বড় কৌতুহল উদ্দীপক নাম-রহস্য তোমার। রাঠোর-দুহিতা তুমি—অথচ লোকে তোমায় মুসলমানীয়া মমতাজ বলে কেন ডাকে বালা?"

"আমার এ নূতন নামকরণের বেশ একটা অতি সুন্দর কাহিনী আছে। একদিন সাজাদা সেলিম আমার পিতার রাজ্য গ্রাসে স্বসৈন্যে সহসা আমার পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হন। পিতা যুদ্ধ না করে—সাজাদার বশ্যতা স্বীকারে—সন্ধি ও বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হন। তখন সেলিম আমায় দেখে—আপনি যেমন আমায় দেখ্‌ছিলেন—তেমনি ভাবে সেলিমও আমায় দেখে।

তারপর সেলিম দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কিছুদিন পরেই দিল্লী থেকে এক দূত সাজাদার সঙ্গে আমার সাদীর সম্বন্ধ নিয়ে পিতার নিকট হাজির। বাবা আমার এ সম্বন্ধে কৃতার্থ হলেন। তখন সাজাদার ইচ্ছানুযায়ী আমার নব নামকরণ হলো—মমতাজ!”

“তারপর—এই অরণ্যাণীর মাঝে কেমন করে এলে তুমি মমতাজ?”

“সম্রাট আকবর শাহ তাঁর ভাবী পুত্র-বধূকে দেখতে সম্প্রতি আমার পিতৃ-রাজ্য সীমান্তে শিবির স্থাপনে ভাবী-ভারতেশ্বরীর দর্শন প্রতীক্ষা করছেন। তিনি আমায় দেখতে তাঞ্জাম ও বহু অস্ত্রধারী সৈন্য প্রেরণ করেন। পিতাও নির্ব্বাকে আমায় তাঞ্জামে উঠিয়ে—নিজেও উঠলেন ঘোড়ায়। তারপর আমার অনুমান, এই পার্ব্বত্য পথাতিক্রমণের সময় আমাদের শত্রুদল জ্ঞানে—রাজপুত বীরদল আমাদের প্রবলবেগে আক্রমণ করে। আমার বিশ্বাস—আপনারই সৈন্যদল আমাদের আঘাত করে। যা হোক, রাজপুতের প্রচণ্ড আক্রমণে মোগল রক্ষীদের কতক আহত—কতক নিহত—কতক পলায়িত হল। বাহকেরাও আমার শিবিকা ফেলে পরস্পর কে কত দ্রুতগামী—এই প্রতিযোগীতায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। আমি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেও বাবাকে দেখতে পেলুম না—কোন প্রাণীকেও দেখতে পেলুম না। একটা ঝোঁপের

ব্যবধানে আমার তাঞ্জাম থাকায় আপনার সৈন্যদল আমার শিবিকা দেখতে পায় নাই। শত্রু মিত্র কাউকে না দেখতে পেয়ে এবং সূর্য্যদেবের রক্তনেত্র দর্শনে আমি শিবিকা পরিহারে কোন একটী আত্মরক্ষার গুপ্ত স্থান অন্বেষণে বহির্গত হলুম—দেবতা সদয় আমার প্রতি—তাই আপনার দেখা পেলুম।"

"কে আপনার পিতা?"

"মহী-গড়াধিপতি—রাজা মহীমল্ল দেও।"

"মহী-মল্লের কন্যা তুমি?"

"হাঁ।"

রূপেন্দ্রের রূপোচ্ছাসিক নয়ন বদন কঠোর কঠিন ভাব ধারণ করিল। মহীমল্ল, টোডরমল্ল, মানসিংহ ইহারা রাজপুত-কুলের কলঙ্ক; মোগলকে নন্দিনী ভগিনী দানে ভারতের উজ্জ্বল গৌরব, হীনতায় ম্লানতায় কলঙ্ক কালিমায় ডুবিয়ে দিয়েছে। মোগল যত শত্রু না হউক—এই সব কুলাঙ্গারগণ রাজপুতের প্রথম ও পরম শত্রু। স্বাধীনতার পুণ্যস্থান চিতোরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা এই সব দেশ-কলঙ্কগণকে সমূলে নির্ম্মূল করবার জন্য দেবনামে—দেবসম্মুখে শপথ করেছে। এই বালিকা সেই দেশ শত্রুর কন্যা—শুধু তাই নয় এই হিন্দু ললনা আবার যবনের অঙ্কশায়িনী হতে যাচ্ছে। ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, ক্ষোভে রূপেন্দ্রের নয়ন বদন দীপ্ত তপ্ত—রক্তময় হইয়া উঠিল। রাঠোর-

দুহিতা মমতাজ তাহা লক্ষ্য করিল। ধীরে ধীরে তাহার সুন্দর স্বচ্ছ নয়ন রূপেন্দ্রের মুখ প্রতি পরিস্থাপনে স্বাভাবিক স্বরে বলিল,—

"আমার পরিচয় শ্রবণে আপনার মুখে চোখে যে ভাব ফুটে উঠলো—তাতে মনে হয় আপনি আমার মিত্র নন—আমার শত্রু।"

ঈষৎ রুক্ষ কটু কণ্ঠে রূপেন্দ্র বলিলেন,—"হাঁ নারী, আমি তোমার শত্রু—মিত্র বল্‌তে পারি না। তোমার পিতা দেশের কলঙ্ক। যার দেহে রাজপুতের পূত পবিত্র শোণিতের একবিন্দুও প্রবাহিত—সে আজীবন—আমরণ—দেশ-দ্রোহীর সংহার-সাধনে তার শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করবে।"

"কিন্তু প্রবল প্রতাপ মোগল যাদের সহায়—তাদের কেশাগ্র স্পর্শেও কেউ সক্ষম হবে না বীর।"

"ভ্রান্ত ধারণা—অন্ধ বিশ্বাস তোমার নারী। এই কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে তোমার প্রবল প্রতাপ মোগল প্রভু আকবর—হিন্দুর-প্রহরণাঘাতে জর্জ্জরিত কলেবরে শৃগাল সম পালিয়েছে।"

"সত্য! সত্য—এ সংবাদ?"

"মিথ্যা কথা কখনও প্রকৃত রাজপুতের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় না—আমি রক্তে ও ধর্ম্মে প্রকৃত রাজপুত।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"হা—হা—হা!"

রাঠোর-দুহিতা মমতাজ অতি মধুরে হাসিয়া উঠিল,—

"হা—হা—হা!"

সে মধুর সু-স্বর স্বনিত হাস্যে পর্ব্বত যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল! যুবক রূপেন্দ্রের কর্ণে যেন বীণা বাজিয়া উঠিল—পাপিয়া তান তুলিল। যুবকের মুখ-ভাবও পরিবর্ত্তিত হইল। যুবক মহা বিস্ময়ে বালিকার প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন,—তার মুখ চিন্তাহীন—হাস্যোজ্জ্বলা। যুবক অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। এই নির্জ্জন ভীষণ শ্মশানসম পাষাণ স্তূপোপরি বালিকা একাকিনী—পরিজন—আত্মজন—স্বজন বিহীনা—বিপদরাশির মহাবর্ত্তে নিমগ্না; তথাপি বালিকা বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা শঙ্কিতা নয়—আশ্চর্য্য! বালিকার এ হাস্যে রূপেন্দ্র ভাবিলেন,—এ বুঝি রাঠোর-দুহিতার বিদ্রূপ হাস্য। এই অনুমানে ক্রোধ-কণ্ঠে রূপেন্দ্র বলিলেন,—

"আমায় বিদ্রূপ করবার উদ্দেশ্যই কি তোমার এ হাস্য-কলোল্লাস—রাঠোর-দুহিতা? তুমি কি ভেবেছ রাজকন্যা,

—রাঠোর-দুহিতা মমতাজ—

'আকবর-জয়ী'—নামে ভূষিত হতে এ আমার অলীক রটনা, অসত্য রচনা? তাই কি তোমার এই অবিশ্বাসের আবিল হাস্যোচ্ছাস মমতাজ?"

"না রাজপুত, অবিশ্বাস করি নি—অবিশ্বাস করলে হাসতুম না, বিশ্বাস করেছি বলেই হাসছি। এমন প্রাণ খোলা হাসি—বুঝি আর কখনও হাসিনি।"

"তবে কেন এ হাঁসি রাশির শত উচ্ছাস ছোটাও—রাঠোর দুহিতা?"

"আবার বলছি—আপনার কথা বিশ্বাস করেছি বলেই হেসেছি—হাসছি। আকবর, রাজপুতের প্রহরণ-প্রহারে ক্ষতাঙ্গে পলায়ণ করেছে—এর চেয়ে সু-সংবাদ আর কখনও শুনি নাই—তাই আনন্দের প্রবলোচ্ছাসে হাসছি।"

"রাজপুত জিতেছে বলে কি তুমি সত্যই সন্তুষ্ট হয়েছ মমতাজ?"

"নিশ্চয়ই! আমি কি রাজপুতের মেয়ে নই?"

রাঠোর-দুহিতা মমতাজের এ বাক্যে রূপেন্দ্রের অন্তর উল্লসিত হইয়া উঠিল। উল্লাস উৎসারিত কণ্ঠে রূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"জাতীয় গৌরবের শত শুভ্র উচ্ছাসে যখন তোমার অন্তর আবেষ্টিত—তখন যবন-যুবরাজ সেলিমকে বিবাহে কেন চলেছ রাঠের-দুহিতা—যবন শিবিরে?"

"পিতৃ-আজ্ঞা।"

"কিন্তু এমন একটা স্থান আছে—যেখানে রাজা মহারাজা, পিতা মাতা কারও আজ্ঞা পৌছে না—সেই স্থানে গিয়ে কেন এ হীন কলঙ্কিত মরণ হতে আত্মরক্ষা করলে না রাজপুতবালা ?"

"সে রাজ্যে যাবার সময়তো বয়ে যায়নি। তবে কেন অকারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে—অকালে মৃত্যুকে আহ্বান করি! আগে দিল্লী হিল্লী দেখি—সম্রাট বাদশার বেগম মহল দেখি—দিল্লীর লাড্ডু খাই—তারপর যখন রাজপুত-নারীর গর্ব্ব-দর্প দলিত মথিত হবার উপক্রম দেখবো, তখন রাজপুত-নারীর সম্ভ্রম রক্ষণে—আদর্শ অঙ্কনে চলে যাব সেই মানুষ শাসনাতীত মহা সাম্রাজ্যে। এখন ভবিষ্যত পরিহারে—বর্ত্তমানে মনোনিবেশ করুন বীরেন্দ্র। এখন অনাথিনীর একটা বিহিত করুন রথীন্দ্র।"

"বলুন—কি করতে হবে ?"

"আমি আপনাদের শত্রুকন্যা—সুতরাং আপনারা নিশ্চয়ই আমায় স্থান দেবেন না। আমার অনুমান—আমার পিতা মোগল শিবিরেই আছেন। তাই মোগল শিবিরে যাওয়াই আমার অভিরুচি। আপনি আমায় মোগল শিবিরেই পাঠিয়ে দিন।"

"আপনার সহিত আমার কোন শত্রুতা নাই—আপনার প্রতি আমার কোন ক্রোধও নাই। তবে মহারাণার অধীন সামন্ত আমি—উচ্চপদস্থ সেনানায়ক আমি! সুতরাং মহারাণার আদেশ

ব্যতীত আমি আপনাকে মোগল শিবিরে কোন মতেই পাঠাতে পারি না।”

“ক্ষণপূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করুন বীর! স্মরণ করুন—আমি অত্যাচারিত, উৎপীড়িত হলে আপনি সেই অত্যাচারী পীড়কের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তার অত্যাচার দমন করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কিনা? আর স্মরণ করুন—আমি আশ্রয়প্রার্থিনী হলে আশ্রয় দানে শপথ করেছিলেন কিনা?”

“রাজপুত শপথের কথা অন্তরে অঙ্কিত করে রাখে—চিতানলে সে কথা সুপ্ত হয়—নতুবা আমরণ শপথ বাণীকে সে সম ভাবেই চির জাগরূক রাখে।”

“তবে কেন—আশ্রয়প্রার্থিনীকে আশ্রয় দানে বিমুখ হও রাজপুত? তবে কেন রমণী-পীড়ক অত্যাচারীর অত্যাচার শ্রবণেও অস্ত্র তোমার ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো না বীর?”

“আমি তোমায় আশ্রয় দানে বিমুখ বা অত্যাচারীর দমনে নিরাশ করিনি! তবে আমি ভৃত্য—প্রভুর আদেশ পালন আমার কর্ত্তব্য। প্রজা আমি—রাজ-আজ্ঞা শিরে বহন করাই আমার ধর্ম্ম। তাই সেই কর্ত্তব্যে—সেই ধর্ম্মে মহারাণার আদেশ ব্যতীত আমি তোমায় মোগল শিবিরে পাঠাতে পারি না।”

"দেখুন, আমি অল্প বয়সী হলেও—আমি রাজার মেয়ে! রাজনীতির—কূট-বিধির কিছু কিছু জানি—কতক কতক বুঝি। আপনার নীতি ও বিধি—কার্য্য ও বাক্যে আমি বুঝেছি যে, আপনার ইচ্ছা—অভিলাষ—উদ্দেশ্য আমায় বন্দিনী করা; ভাবী দিল্লীশ্বরীকে বন্দিনী করে গৌরব অনুভব করা—কেমন কিনা? চুপ করে রইলেন কেন—বলুন আমার এ কথা ঠিক কিনা?"

রাঠোর-দুহিতার নিকট নৃপেন্দ্র অন্তরে পরাজিত—অন্তরে বালিকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির শত প্রশংসা করিলেও—অন্তর ভাব অতি সন্তর্পণে গোপন করিয়া বলিলেন,—

"ভবিষ্যত দিল্লীশ্বরী কেন—বর্ত্তমানা দিল্লীশ্বরী হলেও সে রমণী। রমণীকে বন্দিনী করে রাজপুত বীর কখনও গর্ব্বানুভব করতে পারে না। আমি কোন গর্ব্বের জন্য তোমায় বন্দিনী করছি না—শুধু আমার কর্ত্তব্যের জন্য আমি মহারাণার আদেশ না আসা পর্য্যন্ত তোমাকে দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ রাখবো—এই মাত্র। অকারণ উত্তর প্রত্যুত্তরে অযথা সময় অপচয় অনাবশ্যক। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আমি শুধু আপনাকে এইটুকু বলতে পারি, যতদিন মহারাণার আদেশ না পাই—যতদিন আপনি আমার অধীনত দুর্গে অধিষ্ঠিতা থাকবেন—ততদিন এ অস্ত্র—এ বাহু আপনার রক্ষণে সজাগ প্রহরীর মত সতত প্রস্তুত থাকবে। আসুন রাজপুত্রী—আমার অনুসরণ করুন।"

"আপনারা যুদ্ধ ব্যবসায়ী—প্রস্তর আপনাদের খেলার বর্ত্তুল, —গিরিশৃঙ্গ আপনাদের ভ্রমণীয় স্থান—শব-স্তুপময় রণস্থল আপনাদের লীলাভূমি। আপনি আপনার অভ্যাসানুযায়ী অভ্যস্ত পাষাণ-পথে চল্‌তে পারবেন। কিন্তু এ অনভ্যস্তা রমণী যায় কি করে—সেটা রণ নীতিতে পরিপূর্ণ মস্তিষ্কের মধ্যে একবার প্রবেশ করিয়ে ভাবুন।"

"বেশ—আপনি আমার হস্ত ধারণ করুন।"

বাক্যসহ যুবক, যুবতীর প্রতি হস্ত প্রসারিত করিলেন। মৃদু মধুর হাস্যে কিশোরী মমতাজ জিজ্ঞাসিল,—

"কোন্ হাত বাড়িয়েছেন?"

"বাম কর।"

"আমি কোন কর বাড়াব?"

"দক্ষিণ।"

"আপনার হাত ধরলেই আমি ঠিক গন্তব্য পথে পৌছুতে পারবো?"

"পারবে।"

"তবে এই হাত ধরলুম।"

কনক-কমল সম কুসুম-কোমল-কম-করে বালিকা স্বীয় দক্ষিণ কর প্রসারণে—যুবকের প্রসারিত বাম কর ধারণ করিল।

রজত-ধবল চন্দ্রমার রজত-কিরণধারা পরিস্নাত নির্জ্জন নীরব

পর্ব্বতোপরি রূপ-যৌবন-শালিনী একাকিনী এক তরুণীর কমল কর স্পর্শে রূপেন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ একটা পুলক কম্পনে—তড়িত শিহরণে রোমাঞ্চিত কণ্টকিত হইয়া উঠিল। নবীনারও নবীনের ন্যায় সমস্ত অন্তরটা যেন নীরবে তার বিদ্রোহীতা ঘোষণা করিল; একটা নবালোকের স্বর্ণচ্ছটা তরুণীর নয়ন ঝলসিত করিয়া তুলিল. শিহরিত-অঙ্গা বালিকার কম্পিত কর যুবকের হস্তচ্যুত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষোড়শী বুঝি স্বভাবজাত সঙ্কোচ ও সরমে হস্ত ত্যাগ করিল—এই অনুমানে রূপেন্দ্র বলিলেন,—

"বিপদ কালীন অনর্থক সঙ্কোচ বা দ্বিধায় বিপদকে ঘনীভূত করা অকর্ত্তব্য। আপনি একাকিনী নিরবলম্বনে এ অনতিক্রম পর্ব্বত পথাতিক্রমণ করতে পারবেন না। তাই বলি, অযথা লজ্জা ত্যাগে আমার হাত ধরুন।"

বাক্যসহ যুবক রূপেন্দ্র আবার যুবতী মমতাজের প্রতি স্বীয় হস্ত প্রসারণ করিলেন—মমতাজ বিনাবাক্যে আবার রূপেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিল। উভয়েরই অন্তর কোলাহলময় হলেও নীরবে উভয়েই পথ অতিবাহনে ধীরে অগ্রসর হইলেন। সহসা মমতাজ স্তব্ধতা ভঙ্গে কোমল মৃদুল হাস্যস্বরে কহিল,—

"আপনি কে? আমি তো আমার পরিচয় দিয়েছি—কিন্তু কই আপনি তো আপনার পরিচয় দিলেন না? বলুন—আপনি কে?"

"দেবার মত পরিচয় আমার কিছুই নাই। আমি মহারাণার একজন সামান্য নগণ্য সেনাপতি মাত্র।"

"সামান্য নগণ্য হলেও তো আপনার একটা নাম আছে

আপনার সেনারা না হয় সেনাপতি বলে ডাকে—কিন্তু আপনার পিতা মাতা কি বলে ডাকেন ?"

"আমি পিতৃ-মাতৃহারা।"

"স্ত্রী ?"

"আমি অবিবাহিত।"

বালিকার নয়ন কোণে সহসা একটু মৃদু-হাস্য-তরঙ্গ বাহিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া যাইল। রূপেন্দ্রের তাহা লক্ষীভূত হইল না।

"আপনার একটা নামকরণও তো হয়েছিল ?"

"হাঁ—তা হয়েছিল।"

"সে নামটী কি ?"

"রূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ।"

বিস্ফারিত নেত্রে রূপেন্দ্রের মুখ প্রতি চাহিয়া মমতাজ বলিল, "আপনি কি সেই রূপেন্দ্র সিংহ ?"

"কোন রূপেন্দ্র সিংহ ?"

"আপনি কি সেই শমন সম শক্তিবান—করী-শির-বিদারী কেশরীসম তেজোবান রূপগড়ের অধীশ্বর রূপেন্দ্র সিংহ ?"

"আপনার অনুমান সত্য।"

"আপনার নাম কত শতবার শুনেছি—আজ সেই নামাধিকারীকে প্রত্যক্ষ দর্শনে নয়ন সফল হ'লো—আপনার স্পর্শনে

জীবন আমার ধন্য হলো। আপনার বীরত্ব কাহিনী আজ মারাবল্লীর প্রতি রন্ধ্রে—প্রতি কন্দরে ঝঙ্কৃত! কিন্তু আমার ধারণা ছিল এত বড় একটা বীর নিশ্চয়ই একটা পর্ব্বত-শৃঙ্গ সম উচ্চ-ভীষণ ভয়ঙ্কর আকার বিশিষ্ট হবে—নিশ্চয়ই বহু যুদ্ধ-জয়ী বীর রূপেন্দ্র সিংহের অন্তর সিংহের ন্যায় হিংসাময় হবে বলেই বিশ্বাস ছিল। আজ আপনাকে দেখে আমার সে ভ্রান্তি দূরীভূত হলো। শুনেছি আপনি নাকি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, আপনি আমার বাবার বুকের রক্ত পান কর্‌বেন—আর আমায় নাকি হত্যা করে রাজপুত রমণীকুলের একটা কলঙ্ক-কণ্টক উৎপাটন কর্‌বেন—একি সত্য রাজপুত বীর?"

গম্ভীর বদনে, গম্ভীর স্বননে রূপেন্দ্র সিংহ বলিলেন,—

"আমি মিথ্যা বল্‌তে অনভ্যস্ত। আপনি যা শুনেছেন—তা সম্পূর্ণ সত্য।"

চকিতে মমতাজ রূপেন্দ্রের কর ত্যাগে বলিল,—

"তবে আজই কেন আপনার দুইটী প্রতিজ্ঞার একটী পূর্ণ করুন না! এই তো আমি আপনার সম্মুখে সহায়হীনা অবস্থায় একাকিনী দণ্ডায়মানা। আমায় হত্যা করুন—আপনার শপথ-বাণী সফল করুন।"

বিস্ময়ে রূপেন্দ্র সিংহ নিরুদ্ধ গতিতে দাঁড়াইলেন। মমতাজের তেজপূর্ণ বাক্যের সহসা তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

রূপেন্দ্র সিংহ এতাবৎকাল এমন বিপদে কখনও পতিত হন নাই! তিনি পঞ্চবিংশ বর্ষীয় তরুণ যুবক মাত্র। রাজপুতানার পর্ব্বতে লালিত পালিত—যুদ্ধ ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানেন না। এই সুশিক্ষিতা, সু-চতুরা, সু-মধুর-ভাষিণী, সু-হাস্য-বদনী কিশোরী মমতাজের কথার উত্তর দিতে তিনি সম্পূর্ণ অশক্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া রূপেন্দ্র বলিলেন,—

"আমি রাজপুত—আপনিও রাজপুত কন্যা। পরম শত্রু-কন্যা হলেও আপনি এখন নিরাশ্রয়া—সুতরাং আমার রক্ষণীয়া। আপনাকে আশ্রয় প্রদান এবং যতদিন আপনি এ দুর্গে অবস্থান করবেন ততদিন আপনাকে রক্ষা করাই বর্ত্তমানে আমার প্রধান কর্ত্তব্য। রাজপুত-গৌরব-দীপ্ত রূপেন্দ্র সিংহ কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট হবে না। আসুন আপনি—নিশ্চিন্তে আমার সঙ্গে আসুন।"

মমতাজ হাসিল—হাসিয়া বলিল,—

"বীরের মত—মানুষের মত কথা বটে আপনার। তবে আপনি কেবল নিরাশ্রয়া জ্ঞানে আমায় আশ্রয় দিচ্ছেন—না আপনি আমায় বন্দিনী করছেন?"

"রূপেন্দ্র সিংহের নিকট আপনি বন্দিনী নন—তবে মহারাণার সেনাপতির নিকট আপনি যে বন্দিনী—এ কথা আমি অস্বীকার করি না।"

"তবে চলুন—যখন বন্দিনী আমি—তখন আর কেন চলুন।"

—রাঠোর-দুহিতা মমতাজ—

রাঠোর-দুহিতা মমতাজ আবার রূপেন্দ্র সিংহের কর ধারণ করিল। আবার নীরবে উভয়ে দুর্গাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি অধিষ্ঠিত দুর্গ-শিখর দৃষ্টিভূত হইল। তর্জ্জনী হেলনে—হর্ষোল্লাস কণ্ঠে রূপেন্দ্র বলিলেন,—

"ঐ দেখ—আমাদের দুর্গ-শিখরে স্বরাজ-পতাকা গর্ব্বে—দর্পে দোদুল্যমান।"

হাস্যোচ্ছ্বাসে মমতাজ বলিল,—

"বাঃ—বড় সুন্দর দুর্গটী—যেন পটে আঁকা ছবিটী।"

সেনাপতির দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে রাজপুত যোদ্ধাগণ চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ ব্যগ্রভাবে দুর্গদ্বারে তাঁহার আগমন অপেক্ষায় দণ্ডায়মান ছিল—আবার কেহ কেহ তাঁর সন্ধানে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছিল। এমন সময়ে মহামূল্য বসন-ভূষণ-ভূষণা, অপরূপ রূপময়ী এক কিশোরীর কর-ধারণে সেনাপতিকে আসিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল!

সকলেই ভাবিল,—এ ভীষণ ভয়াবহ সমর-ভূমি মাঝে কোথা থেকে কেমন করে এলো এ নারী! স্বর্গচ্যুতা কমলসম কে এই কিশোরী! সকলেই উৎকণ্ঠা ব্যাকুল—আগ্রহ আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু কেহ কোন প্রশ্নে সাহসী হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রজনী গভীরা। জগৎ নীরব—জীবকুল নিদ্রিত। কিন্তু আরাবল্লীর দুর্গাভ্যন্তর নীরব নয়—দুর্গবাসীও নিদ্রিত নয়। দুর্গমধ্যে এক এক স্থানে এক এক দল সৈনিক কথোপকথন করিতেছে—কিন্তু অতি ধীরে—অতি নীরবে—অতি মৃদুস্বরে। সকলেরই আলোচ্য বিষয় অদ্য সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাণীর মত সেনানায়ক-সহগামিনী রমণীর সহসা আগমন কারণ।

সেনাপতি রূপেন্দ্র সিংহও বিনিদ্রিত—চিন্তাচ্ছন্ন অন্তর তাঁর। তিনিও এই নবাগতা তরুণীর কথাই ভাবিতেছিলেন। এই নবাগতার পরিচয়ের জন্য সৈন্যগণের ব্যাকুলতামাখা ব্যগ্রদৃষ্টি রূপেন্দ্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এ ব্যাকুলতা হওয়াই স্বাভাবিক। সকলের নিকট আগন্তুকার পরিচয় পরিজ্ঞাপক করাই তাঁর কর্ত্তব্য। কিন্তু পরিচয় প্রদানে আবার বালিকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সম্রাট-নন্দন সাজাদা সেলিমের সঙ্গে মহীগড়ের রাজার মেয়ের যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়েছে—একথা রাজপুত মাত্রেই জানিত। এ সংবাদে রাজপুতের গরিমা-প্রয়াসী মাত্রই

মহীগড়ের রাজা মহীমল্লের ধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর। বিশেষতঃ তাঁর ও মহারাণার সৈন্যদল—মহীমল্লের রক্তে তরবারী রঞ্জিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! সুতরাং পিতার প্রতি উদ্গিরীত ক্রোধ পুত্রীর প্রতি পতিত হওয়া অসম্ভব নহে। ঘোর কলঙ্ক হতে দেশের দেবীরূপা নারীর সম্মান রক্ষায় এই বালিকাকে সৈন্যগণের নিহত করাও অস্বাভাবিক নয়। অথচ পরিচয় গোপনেরও কোন উপায় নাই।

মহারাণার আদেশের জন্য দূত প্রেরণ করতেই হবে। তখন বালিকার স্বরূপ পরিচয় প্রকাশ পাবে। মোগল-সম্রাট এ সংবাদ অবগত হলে, স্বীয় ভাবী পুত্র-বধূকে আমার কবল হতে উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। সামান্য—অতি সামান্য আমার এক সহস্র ও মহারাণার এক সহস্র সৈন্য সহায়ে মোগল সম্রাটের বিপুল বিশাল বাহিনীর গতিরোধ অসম্ভব। সুতরাং প্রভাতেই মহারাণার অনুজ্ঞার জন্য অতি অবশ্য দূত প্রেরণ করা আমার কর্তব্য! স্বয়ং সংবাদবাহী হয়ে উদয়পুরে মহারাণার নিকট যাওয়ায় হয় তো মহারাণা ক্রুদ্ধ হবেন। মহারাণার বিনা আদেশে সেনাপতির স্থানান্তরে যাবার অধিকার নাই। এ নিয়ম উলঙ্ঘনে সামরিক বিধানে প্রাণদণ্ডও হতে পারে। সুতরাং কোন সৈনিককেই মহারাণার নিকট পাঠাতে হবে! তখন সৈন্য-গণ বালিকার পরিচয় জ্ঞাত হয়ে—হয়তো সয়তান মূর্ত্তি ধারণ

কর্‌বে। হয় তো প্রকাশ্যে সাহসী না হলেও গোপনে বালিকার প্রাণ হরণ কর্‌বে! কি করি—কোন উপায়ে এই স্বচ্ছ শুভ্র পুষ্প সম বালিকা নিরাপদ হয়! রূপেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন। নিদ্রাতেও তাঁর নিস্তার নাই। নিদ্রাতেও রূপেন্দ্রের অন্তরে ভাসিয়া উঠিল—তরুণী মমতাজের মধুরমূর্ত্তিখানি। নিদ্রা নিমগন রূপেন্দ্র স্বপ্নে দেখিলেন,—তাঁর শির-শীর্ষে যেন স্বর্গ-বাসিনী দেবীর ন্যায় মমতাজ উপবিষ্টা। তাঁর চিন্ত -পীড়িত মস্তিষ্কে মমতাজ স্বীয় কমল-করে অঙ্গুলী সঞ্চালন কর্‌ছে! রূপেন্দ্র দেখিলেন—মমতাজের বদনে যেন নন্দনের রাতুল শোভা—নয়নে যেন শত যামিনীর আলোক আভার বিস্ফুরণ। বড় সুন্দর—অতি সুন্দর—সেই সুন্দরী শিরোমণি মমতাজ। মমতাজ কথা কহিল—যেন বীণা বাজিয়া উঠিল। বীণার ঝঙ্কারে মমতাজ যেন বলিয়া উঠিল,—

"আপনি এত ভাবছেন কার জন্য ?"

"তোমার জন্য।"

"আমার জন্য এ অশান্তি ভোগ কেন ? আমায় এখনও ত্যাগ করুন না।"

"ইহ জীবনে তোমায় ত্যাগ কর্‌বো না।"

"এ কথা কি আপনার অন্তরের ?"

"হাঁ—আমার অন্তরের অ-কৃত্রিম—অকুটিল কথা।"

"তাহলে আপনি কি আমায় ভালবাসেন ?"

"বাসি।"

"আপনার এ ভালবাসা কিন্তু আপনার অশান্তির আকর হবে।"

"হোক।"

"ভাবী দিল্লীশ্বরীকে ভালবাসা অনর্থক। যাকে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই—তার জন্য লালায়িত হওয়া বাতুলতা। এর পরিণাম ভীষণ হ'তে পারে।"

"আমি ভবিষ্যৎ ভাবি না!"

"তবে কেন আবার ভবিষ্যৎ ভাবছেন? তবে বলুন—

"কর্ত্তব্য পালনই মানবের ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য সাধনই পূণ্যকর্ম্ম।"

সহসা যেন মোগল অস্ত্র মহানাদে গর্জ্জিয়া উঠিল—যেন মোগলের অস্ত্রঝঙ্কারে সমগ্র আরাবল্লীর অধিত্যকা কাঁপিয়া উঠিল। অস্ত্র ঝঙ্কারে মোগল তাদের ভাবী দিল্লীশ্বরীর মুক্তির জন্য আদেশ জানাইল। ঘুমঘোরে রূপেন্দ্র চীৎকার কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"না—না—কখনই তা হবে না—সজীব থাকতে কখনই মমতাজকে মোগল-করে অর্পণ করবো না—না—না—না—।"

রূপেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলনে সাশ্চর্য্যে রূপেন্দ্র দেখিলেন—তাঁর স্বপনের সোনার প্রতিমা,—সজীব সচল শরিরী মূর্ত্তিতে তাঁর শির-শীর্ষে রূপের তরঙ্গ ছুটিয়ে উপবিষ্টা!

রূপেন্দ্রকে জাগরিত দেখিয়া বালিকা স্মিত হাস্যে বলিল,—

"আপনি আমার জন্য এত কেন ভাবছেন ?"

"আমি আপনার জন্য ভাবছি—কে এ কথা আপনাকে বলেছে ?"

"আপনার চোক মুখ—আর আপনার স্বপ্নবাণীর কথা আমাকে এ কথা বলেছে ! তা দেখুন, অকারণ না ভেবে—দেবপদে ফলাফল অর্পণে আপনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যান। যাক্—আমি এখন চল্লুম।"

"কোথায় ?"

"সেবায়।"

"কার সেবায় ?"

"আপনার একজন পীড়িত সৈনিকের। সারারাত্রি সে পীড়ার যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করেছে—তাই তার সেবা করছি আমি। সে নিদ্রিত হলে—আপনি কি করছেন দেখতে এসেছিলুম আমি; দেখা হয়েছে—আপনার অন্তরের কথাও শোনা হয়েছে—এখন নারী আমি—আমার ধর্ম্ম সেবা কার্য্যে চল্লুম।"

চপলার ন্যায় বালিকা অন্তর্হিত হইল ! রূপেন্দ্র নির্ব্বাক্—অবাক্।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"সেনাপতি।"

চমকান্দোলিত চিত্তে সচকিতে পশ্চাতে দৃষ্টিপাতে রূপেন্দ্র সিংহ দেখিলেন—সেনাপতিবৃন্দ দণ্ডায়মান। সেনা-নায়কবৃন্দের বিনা আহ্বানে সহসা আগমন কারণ রূপেন্দ্র সিংহ বুঝিলেন!

অনাহুত সেনানায়কগণের সর্ব্বাগ্রে প্রবীণ—অতি প্রবীণ যোদ্ধা বেশধারী অস্ত্রবাহী অবসর প্রাপ্ত সৈন্যাধ্যক্ষ সুপতি সিংহ দণ্ডায়মান। এই বৃদ্ধের ললাটে, বক্ষে, অঙ্গে বহু অস্ত্র রেখা অঙ্কিত—বহু স্মৃতির-কাহিনী মণ্ডিত। প্রভুভক্তি, রাজভক্তি ও দেশভক্তির জন্য এই বৃদ্ধ বীর সুপতি সিংহকে চিতোরের সকলেই অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। মহারাণা এই বহু যুদ্ধ-জয়ী বীর সুপতি সিংহকে কখনও অমান্য করেন নাই। আজ দেশের বিপদে বৃদ্ধ তাঁর স্থবিরত্ব বিস্মৃত হইয়া বিনা আহ্বানে নবীন-যুবকের তরুণ উদ্যমে অস্ত্রকরে ছুটে এসেছেন। সুপতি সিংহের পশ্চাতে রূপগড়ের রাজা—অথবা মহারাণার প্রধান সেনাপতি

রূপেন্দ্র সিংহের সহকারী সেনাপতি এবং মহারাণার দুর্গ রক্ষায় রক্ষিত সহস্র সৈন্যদলের সেনাপতি দেব রাও দণ্ডায়মান।

বৃদ্ধ বীর সুপতি সিংহ আবার ডাকিলেন,—"সেনাপতি।"

এবার রূপেন্দ্র বলিলেন,—

"আসুন বীর—আমি আপনার নিকট যাবার সঙ্কল্প করছিলুম। আসুন—আসন পরিগ্রহ করুন।"

"তোমার সমাদরে বড় প্রীত হলুম। তুমি একটা দেশের রাজা হয়ে—প্রভূত বীরত্বের অধীশ্বর হয়েও যে আমার ন্যায় নগণ্য সামান্য অবসর প্রাপ্ত সৈনিককে শুধু প্রবীণত্বের জন্য সম্মান কর—এ তোমার একটা মহান গুণের নিদর্শন।"

"আশীর্ব্বাদ করুন—যেন আমি আপনার ন্যায় অস্ত্র-ক্ষত-মালায় ভূষিত—শত যুদ্ধ জয়ের কীর্ত্তি শতদলে শোভিত হয়ে—আপনারই ন্যায় শ্বেত শুভ্রকেশে বিজয়-কিরীট ধারণ করে—দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারি।"

"হে মহান্ নবীন বীর, পিতা যেমন পুত্র শিরে উন্মুক্ত অন্তরে আশীষ বর্ষণ করে—আমিও তেমনি মুক্তভাবে—মুক্ত স্নেহোচ্ছ্বাসে তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি—তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করছি।"

"হে দেশকর্ম্মী—দেশবন্ধু—দেশসেবক বীর! আপনার আশীষ, জনকের আশীষের ন্যায় আনত অন্তরে—প্রণত শিরে মাথায়

ধারণ করলুম। এখন আপনার অন্যান্য রথীন্দ্র সহ সহসা আগমন কারণ ব্যক্ত করে স্নেহভাজনের কৌতূহল নিবারণ করুন।"

"তোমার সহগামিণী বালিকাটী কে সেনাপতি? আশা করি আমার নিকট তোমার অন্তর কপাট উন্মুক্ত কর্‌বে।"

"মিথ্যার আবরণের আচ্ছাদনে কোন দিনই এ অন্তর আমার আচ্ছাদিত হয় নাই। ঐ বালিকাটী মহীগড়ের রাজার-মেয়ে—ভাবী ভারতেশ্বরী।"

এক সঙ্গে সকলের কণ্ঠে বিস্ময়ে ধ্বনিত হইল—

"সেকি!"

বৃদ্ধ বীর পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মহীগড়ের রাজার-মেয়ে! এ বিজন নির্জ্জন পর্ব্বত মধ্যে একাকিনী ভাবী ভারতেশ্বরী কেমন করে এলো বীর?"

"পিতার সহিত ভাবী দিল্লীশ্বরী—দিল্লীর শিবিরে শিবিকায় যাচ্ছিল। পথে আমারই সেনাদল, মহীমল্লের শত রক্ষীদলকে আক্রমণ করে। আক্রমণ মাত্রেই শিবিকার বাহক, শিবিকা পরিহারে পলায়ন করে। শঙ্কিতা বালিকা, শিবিকা ত্যাগে বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হয়—তারপর পথহারা হ'য়ে ইতস্ততঃ পর্ব্বত-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এমন সময়ে আমি সেই পর্ব্বতপথ অতি-বাহন কালীন বালিকাকে দেখতে পাই। বালিকা আমার নিকট আশ্রয় চায়—আমিও তাকে আশ্রয় দিয়েছি।"

"পরিচয় জেনেও ?"

"না—পরিচয় জানিবার পূর্ব্বেই আশ্রয় দিয়েছিলুম—আর পরিচয় জান্‌লেও আশ্রয় দিতুম।"

আগত বীর-বৃন্দের আননে অনল আভা ফুটিয়া উঠিল। অনল-দীপ্ত নেত্রে—অনল স্ফুরিত স্বরে মহারাণার সেনাপতি দেব রাও বলিয়া উঠিলেন,—

"রাজপুত জাতির মসীময় মূর্ত্তি—রাজস্থানের কলঙ্কাধার মহীমল্লের কন্যাকে সেনাপতির আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য হয় নাই।"

"অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র কন্যা—পিতার ইচ্ছানুসারেই চালিত হয়। সুতরাং পিতৃদোষে কন্যা তার অপরাধিনী হতে পারে না। কেশরী যেমন শৃগালকে তার সম প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে না—তেমনি রাজপুতও রমণীকে প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভাবে না। আশ্রয়ার্থীর জাতি, বর্ণ, পরিচয় বা অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে কেহ আশ্রয় দেয় না। আমি যখন রাজপুত হয়ে অসহায়া অনাথিনী বালাকে আশ্রয় দিয়েছি—তখন আশ্রিতাকে রক্ষা করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম—এবং রাজপুতের ধর্ম্ম।"

বৃদ্ধ সুপতি সু-প্রীত স্বরে বলিলেন,—

"বাঃ—তুমি ঠিক বলেছ—বেশ বুঝেছ সেনাপতি! আশ্রিত 'আশ্রিত'—এই তার পরিচয়। আশ্রিতের রক্ষা—জাতির গৌরব

রক্ষা। কিন্তু নবীন-রথীন্দ্র কেমন করে আকবর-শক্তি সংহত সংহতে সে গৌরব অক্ষুণ্নতায় রক্ষা করবে?"

"জীবন দিয়ে। আমার জীবনান্তে বালিকার জীবন-গতি কোন পথে পরিবর্ত্তিত হবে—তা আমার জানবার প্রয়োজন নাই।"

"কিন্তু দুর্গ রক্ষা করাটাও প্রয়োজন। ভাবী ভারতেশ্বরীর উদ্ধার চেষ্টায় বহু বলশালী, প্রভূত প্রতাপশালী সম্রাট যে নিশ্চেষ্ট থাক্‌বে—এ উন্মাদের অনুমান। যখন বলদীপ্ত বলীয়ান্‌ সম্রাট তার পূর্ণ শক্তিতে এই দুর্গে জল-প্লাবনের মত সহস্র সহস্র সৈন্য নিয়ে ছুটে আসবে—তখন সেই সৈন্য-সাগরোচ্ছাসে তোমার এ সৈন্যদল জল বুদ্‌বুদ্‌ সম নিমেষে বিলীন হয়ে যাবে বীর।"

"তবে কি আপনি আশ্রিতাকে পরিত্যাগের উপদেশ দেন—রাজপুত-গৌরব-গর্ব্ব-ভূষিত প্রবীণ বীর?"

"না—এমন হীন উপদেশ আমি তোমায় দিই না।"

"তবে আপনি কি বালিকাকে মোগল-শিবিরে প্রেরণ করতে অনুজ্ঞা করেন?"

"না—এ আরও হীনতার পরিচয়। মোগল ভাববে—শঙ্কায় আমরা বালিকাকে মোগল-শিবিরে স্বেচ্ছায় প্রেরণ করছি। জগত—রাজপুতের কাপুরুষতায় বিদ্রূপ হাস্য করবে। আর এ কার্য্যে হয় তো মহারাণাও মহা ক্রুদ্ধ হতে পারেন।"

"তবে এ সঙ্কট ক্ষেত্রে আপনি কি উপদেশ দেন অতীতের গৌরববাহী বীর ?"

"কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও পরামর্শ গ্রহণের - জন্য উদয়পুরে মহারাণার নিকট এ সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য এই মুহূর্ত্তেই একজন দূত প্রেরণ সর্ব্বাগ্রে তোমার কর্ত্তব্য।"

"আমিও তাই ভেবেছি। আপনিই নির্দ্দেশ করুন—কাকে এ গুরু-দায়ীত্ব ভার অর্পণ করি।"

বৃদ্ধ বীর সমাগত সকলের মুখ প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন—তন্মধ্যে দেবরাওয়ের নয়ন বদন অনল-প্রোজ্জ্বল। বিচক্ষণ বৃদ্ধ বুঝিলেন,— এ ক্রোধান্ধ যুবক এ দুর্গে থাকিলে রূপেন্দ্র অথবা বালিকার জীবন সংশয়াপন্ন হতে পারে। তাই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী সুপতি সিংহ বলিলেন,—

"এ ক্ষেত্রে সেনাপতি দেবরাওয়েরই দূতরূপে মহারাণার সমীপে যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

ক্রোধভাব দমনে দেবরাও বলিলেন,—

"দুর্গাধিপতি রাজা রূপেন্দ্র সিংহের আদেশ হলে—দূতরূপে মহারাণার নিকট গমনে আমার কোন আপত্তি নাই।"

রূপেন্দ্র সিংহ কোমল সরল কণ্ঠে বলিলেন,—

"এ আদেশ নয়—ভ্রাতার অনুরোধ—বন্ধুত্বের অনুজ্ঞা। এ

অনুরোধ অনুজ্ঞা রক্ষা করলে বুঝবো—আপনি প্রকৃতই আমার সুহৃদ ও সহোদর সম স্নেহশীল।"

"বেশ—আমি এই মুহূর্তেই উদয়পুরে চল্লুম।"

কোন উত্তর প্রত্যুত্তর বা কোন আদেশ অনুজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই—দেবরাও বাক্যসহ কক্ষ ত্যাগ করিলেন। সুপতি সিংহ ব্যতীত তাঁহার পশ্চাতে সেনানায়কদ্বয়ও প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সকলেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সুপতি সিংহ ডাকিলেন,—

"সেনাপতি।"

"আদেশ করুন।"

"আমিই তোমার আদেশবাহী—তোমায় আদেশ করবার আমার কোন অধিকার নাই। আমায় এ সম্মান-অভিভাষণ—তোমারই মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় পরিঘোষণা করছে। এখন রাজপুতের আশ্রিত রক্ষার অত্যুজ্জ্বল-গৌরব কিরূপে কেমন করে তুমি রক্ষা করবে- আমি কেবল তাই ভাবছি।'

"মহারাণার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আশ্রিতাকে আমি পরিত্যাগ করবো না—এটা স্থির জানবেন।"

"তা বুঝেছি।— কিন্তু ক্রোধ-ক্ষিপ্ত অশিক্ষিত কঠোর-হৃদয় সৈন্য-দলের ক্রোধানল হতে এই কনক-কমল-কলিকাসম কিশোরীকে রক্ষা করা অতি সুকঠিন কার্য্য। আমি লক্ষ্য করেছি—যখন তোমার মুখ থেকে বালিকার সত্য পরিচয় নির্গত হয়—তখন সৈন্যাধ্যক্ষ-গণের অনেকের নয়নে বদনে ক্রোধের দীপ্ত দীপ্তি বিস্ফুরিত হয়ে

ওঠে। তার মধ্যে দেবীরাওয়ের বদন-মণ্ডল এক অস্বাভাবিক হিংসা ও ক্রোধে—রক্ত বিরঞ্জিত হয়ে ওঠে। দেবীরাও—হয় তো বালিকার এবং তোমার অনিষ্ট সাধন করতে পারে—হয় তো সৈন্যদলকে তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে পারে—এই আশঙ্কায় আমি দেবীরাওকে দুর্গ হতে অপসারিত করণাভিলাষে উদয়পুরে মহারাণার নিকট প্রেরণ করবার কথা বলি। তুমি আমার বাক্য রক্ষা করে যেমন আমার সম্মান রক্ষা করেছ—তেমনি তোমার ও বালিকার মঙ্গলময় কার্য্য করেছ।"

"আপনার কি বিশ্বাস যে মহারাণা আমার এ আশ্রয় দানের জন্য রুষ্ট হবেন?"

"এমন হীনতায় মহারাণার অন্তর গঠিত নয়। দেবগুণশালী মহারাণা আপনার এ অবলা অসহায়া অনাথিনী বালাকে আশ্রয়-দানে আপনার প্রতি রুষ্ট হওয়া দূরের কথা বরং তুষ্ট হবেন।"

"আপনার কি ধারণা—মহারাণা এই রাঠোর-বালাকে মোগল শিবিরে প্রেরণের আদেশ করবেন?"

"না—এ ধারণা আমার আদৌ নেই। কারণ—আমি জানি, মহারাণা প্রকৃত বীর এবং জাতির গৌরব প্রয়াসী। আশ্রিতা বালিকাকে স্বেচ্ছায় মোগল হস্তে সমর্পণে সকলে ভাব্‌বে—মহারাণা মোগল-শঙ্কায় হিন্দু-বালাকে বিধর্ম্মীর হস্তে সমর্পণ করেছেন। আর এটাও সহজ অনুমেয় যে, মহারাণা কখনও এ

হীন ঘৃণ্য অপযশ বহন করবেন না। এই রাঠোর-নন্দিনীকে মোগল-করে সমর্পণ—আর জাতির শুভ্রোজ্জ্বল গৌরবকে সমর্পণ—একই কথা। সুতরাং মহারাণা কখনই এই আশ্রিতা বালাকে মোগল-করে সমর্পণের আদেশ জানাবেন না—এ আমার স্থির বিশ্বাস।"

"আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু মহারাণার আদেশ না আসা পর্য্যন্ত এই বালিকার সমস্ত দায়ীত্ব ভার আমারই। আমি সেই গুরু দায়ীত্বভার এই সহস্র সহস্র ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত সৈন্যের মধ্যে থেকে কেমন করে রক্ষা করবো স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না। আমার সৈন্যদল অবশ্য বালিকার অনিষ্ট সাধনে বা জীবন হননে সাহসী হবে না। কিন্তু মহারাণার সৈন্যদল বর্ত্তমানে আমার অধীনত হলেও —তারা প্রকাশ্যে বা স্বপক্ষে আমার আদেশ পালন করলেও —গোপনে বা অজ্ঞাতে তারা মহীমল্লের প্রতি সঞ্জাত ক্রোধে এই বালিকাকে নিস্পেষিত—এমন কি নিহতও করতে পারে। রাজাদেশ প্রাপ্তে অবশ্য কেহ আর অনিষ্ট সাধনে অগ্রসর বা সাহস কর্‌বে না। কিন্তু রাণার আদেশ না আসা পর্য্যন্ত কিরূপে এই আশ্রিতা রাঠোর-দুহিতা মমতাজকে রক্ষা করি—রাও ?"

"রাজপুতের অতীতের স্মৃতি—অতীতের কীর্ত্তিতে ; হুতাশনের বা শমনের সম্মুখে বুক পেতে দিয়ে আশ্রিতা রক্ষা করতেই হবে। তুমি তোমার ভয়াল করাল করবাল কোষোন্মুক্তে বালিকার কক্ষ

দ্বারের এক পার্শ্বে দাঁড়াও—আর আমি আমার এই শিথিল চর্ম্মাবৃত ক্ষীণ দেহ নিয়ে—এই লোল বক্ষ নিয়ে আর এক পার্শ্বে দাঁড়াই। তোমার বাহিনী—প্রভু বধে—রাজ-হত্যায় অস্ত্র উত্তোলন করবে না—তেমনি মহারাণার সৈন্যদলও এই বৃদ্ধের নমিত লোল বক্ষে অস্ত্র বিদ্ধ করতে অগ্রসর হবে না। এস—আমরা বিনিদ্র সতর্ক প্রহরীর মত রাজপুতের ধর্ম্ম—বীরের কর্ত্তব্য সম্পাদন করি।"

"অন্তরে যার দেশ-প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত—জাতির গৌরব যার নিকট জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই প্রকৃত রাজপুত—সেই প্রকৃত মানুষ। হে মহামানব, হে গৌরবাধারময় রাজপুত—তোমায় ধন্যবাদ—অসংখ্য ধন্যবাদে তোমার মহত্ত্বের মহিমা ঘোষণা করছি। তাহলে চলুন নর-কুলমণি—বালিকার রক্ষণে। এতক্ষণ হয় তো বালিকার পরিচয় সমস্ত সৈন্যদলের মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে! হয় তো সৈন্যেরা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে! চলুন—অবিলম্বে চলুন বালিকার সন্ধানে—আশ্রিতার রক্ষণে—রাজপুতের গর্ব্ব-দীপ্ত গৌরব বর্দ্ধনে।"

নবম পরিচ্ছেদ

"তুমি কোন আকাশের চাঁদ—কোন কাননের পরাগ—কোন দেবতার মেয়ে ?"

"আমি মানুষের মেয়ে—মর্ত্ত্যের মানবী—এই সংসারের ভাগ্য-নিপ্পীড়িতা এক অভাগিনী।"

"তুমি যে হও সে হও—কিন্তু আজ তোমার মধ্যে যে দৃশ্য—যে চিত্র দেখ্‌লুম—তা আর কখনও দেখি নাই। এমন স্নেহ কাতর করুণ মমতাময় মাধুর্য্যময় দেবীমূর্ত্তি এ নয়ন আর কখনও দেখে নাই! তোমারই করুণা—তোমারই সেবা শুশ্রূষা আজ আমার অস্ত্রাহত স্থানে অমিয় সিঞ্চনে শীতল করে তুলেছে। এ দয়া—এ মমতা—এ মহিমা গরিমা কখনও সামান্যা নগণ্যা নারীতে সম্ভবে না। বল বালা—কে তুমি করুণা-কিরণ-কণা বরিষণে—সুধা সঞ্জীবনী সিঞ্চনে উদিতা হলে দেবীর ন্যায় জ্যোতিতে আমার শির-শীর্ষে—বল বালা কে তুমি ?"

"পরের ব্যাথা বুক পেতে নেওয়া—জীবের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করা—স্নেহ-প্রীতিতে পরকে আপন করাই হিন্দু-নারীর

স্বাভাবিক স্বভাব। এ স্বভাবজাত কর্ম্মে—কেন পুনঃ পুনঃ কর সৈনিক প্রশংসা আমার ?"

"আহা-হা কবে এমনি ভাবে স্বভাব-শোভায়-শোভিতা-নারী হিন্দুর ঘরে ঘরে উদিতা হবে ? যে দিন তোমার ন্যায় নারী প্রতি ঘরে বিরাজিতা হবে—সেদিন আবার ভারত স্বাধীন হবে —দীপ্ত হবে—জগতের পূজ্য হবে।"

"অধিক ভাবোচ্ছাসে বা অধিক উত্তেজনায় তোমার ক্ষত মুখ হতে পুনঃ শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা—তাই বলি সৈনিক, অকারণ কেন কর দেহের ও জীবনের অনিষ্ট আহ্বান ?"

"কিন্তু নারী, যে মহান্ মহীয়ান্ আদর্শের রঙিন চিত্র আজ ফুটিয়ে তুল্লে—এ চিত্র দর্শনে অজ্ঞাতে অন্তর আমার আলোকে আনন্দে—আন্দোলিত আলোড়িত হয়ে উঠছে। পারছি না—কোনরূপে আর এ আনন্দের প্রপাতধারা নিরুদ্ধ করে রাখতে পারছি না।"

"জীবের প্রসূতি যে নারী—তাই নারীর ধর্ম্ম জীবের রক্ষণে—জীবের সেবা সাধনে। তুমি দেশভক্ত বীর—দেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে নিজের জীবনকে উপেক্ষায় আজ শত্রু প্রহরণাঘাতে শত ক্ষত অঙ্গে শয্যাশায়ী। তোমার মহামূল্য জীবন রক্ষায়—একি বল্‌ছো সৈনিক—প্রয়োজন হলে আমি অম্লান নয়নে—

অকাতর বদনে স্বীয় হৃদপিণ্ড উৎপাটন অথবা জীবন অর্পণ কর্তে পারি।”

“বাঃ—এমন চিত্র কখনও দেখিনি—এমন প্রেরণাময় বাণীও কখন শুনি নি। আমি ধন্য—শত ধন্য জীবন আমার—তাই আজ শত অস্ত্রাঘাতে আহত হয়ে তোমার ন্যায় শরীরী-দেবীর কমল-করের সেবা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছি। হে বেদনা ব্যথিতা, তবে কেন বেদনাতুরকে পরিচয় দানে কুণ্ঠিতা হও দেবী?”

“আবার পরিচয়—আমি তোমার ভগিনী।”

রাঠোর-দুহিতার পরিচয় প্রাপ্তে—শত শত ক্রোধান্ধ সৈন্য দীপ্ত-তেজে জলন্ত ক্রোধে রাঠোর-বালার সন্ধানে সেই স্থানে সমবেত হইতেছিল। কেহ অস্ত্রে করার্পণে—কেহ অস্ত্র নিষ্কাশনে—কেহ কেবল মাত্র দন্ত-ঘর্ষণে রাঠোর-দুহিতার সন্দর্শনে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু আসিয়া তাহারা দেখিল—এক দেবী মূর্ত্তি। সে সেবা-নিরতা—দেবী মহিমা-লিপ্তা—মহা-মহিমাময়ী মাতৃমূর্ত্তি দর্শনে—সে অমিয়ময় করুণাময় মহত্ত্বময় বাণী শ্রবণে সকলের সব ক্রোধ শীতল হইয়া যাইল। সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় শুধু বালিকার স্বর্গ-শোভাঙ্কিত মুখকমল প্রতি চাহিয়া রহিল।

অবসর প্রাপ্ত সেনানায়ক বৃদ্ধ ভূপতি সিংহ ও সেনাপতি রূপেন্দ্র সিংহ কক্ষ ত্যাগে দুর্গ চত্বরে উপনীত হইয়া দেখিলেন—

দূরে একটা সৈনিক-জনতা—আর সেই জনতাভিমুখে দলে দলে সৈন্যদল ছুটিয়া চলিতেছে। শঙ্কায়—সন্দেহে উভয়েরই বক্ষ কম্পিত হইয়া উঠিল! সেনাপতির দর্শনে সৈন্যদল তাঁহাকে অতিক্রমণে অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। রূপেন্দ্র জনতাভিমুখে গমনোদ্যত জনৈক সেনানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কোথায় চলেছ তোমরা?"

"মহীগড়ের রাজার মেয়েকে দেখতে।"

"কোথায় মহীগড়ের রাজার মেয়ে?"

"ঐ জনতার মধ্যে!"

"কে তোমাদের বল্লে—নবাগতা রমণী মহীগড় অধীশ্বরের নন্দিনী?"

"সেনা-নায়ক—দেবরাও।"

"দেবরাও!—কোথায়?"

"অশ্ব-পৃষ্ঠারোহণে তিনি কোথায় গিয়েছেন।"

"কোথায় গিয়েছেন তা তোমাদের কাউকে বলে যান নাই?"

"না।"

কথপোকথনে উভয়ে জনতার সান্নিধ্যে আসিলেন। তাঁহাদের আগমনে জনতা স্ব-সম্মানে উভয়কে পথ প্রদান করিল—অভিবাদন করিল। ভূপতি ও রূপেন্দ্র দেখিলেন—এক আহত সেনানীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া রাঠোর-দুহিতা দেবীর ন্যায়

উপবিষ্টা! অতিমাত্র বিস্ময়ে উভয়ে দেখিলেন,—বালিকার নয়নে উত্তাল করুণা-সিন্ধুর মহাপ্লাবন লীলা—স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের—দেবী ও মানবীর মহিমার অযুত আলোক রাশির—পুলক হাসির অপূর্ব্ব মিলন খেলা। দেখিলেন—বালিকার বদনে অমল ধবল বিমল নির্ম্মল শান্ত সুষমার বিস্ফুরণ—অতুল রাতুল মন্দাকিনীর স্বচ্ছ শুভ্র উচ্ছাস নর্ত্তন। সে মহামহিয়সী দেবী মূর্ত্তি দর্শনে উভয়েই বিমুগ্ধ—বিভোর বিহ্বল হইলেন। যাহারা বিধর্ম্মীর ভাবী পত্নীর দর্শনে ক্রোধে গর্জ্জনে অনল-নয়নে তাঁহাদের পশ্চাতে আসিয়াছিল—তাহাদের ক্রোধানল সে চিত্তহারী বালিকার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য এবং চরিত্রের অপূর্ব্ব শোভা-সম্পদ দর্শনে ক্রোধরাশি নির্ব্বাপিত হইল! অস্ত্র স্পর্শিত কর—স্ব স্ব ললাট স্পর্শ করিল, পিধান-মুক্ত অস্ত্র পিধানে আবদ্ধ হইল। ভরাট-গম্ভীর কণ্ঠে সেনাপতি রূপেন্দ্র বলিলেন,—

"শোন রাজপুত-গৌরব-বর্দ্ধক সেনানী মণ্ডল, এই বালিকা যেই হোক—শত্রু অথবা মিত্র দুহিতা হোক—তথাপি এ নারী আজ রাজপুতের আশ্রিতা—মহারাণার রাজ্য-বাসিনী। এ বালিকাকে আজ যদি যবন-শিবিরে প্রেরণ করি, তাহলে সকলে ভাববে —রাজপুত ভয়ে তার আশ্রিতাকে বিদেশী শত্রুর হাতে স'পে দিয়ে, নিজেদের জীবন রক্ষা করলে। এই বালিকার শুভাশুভের ওপর সমগ্র রাজবারার ও রাজপুত জাতির পূত-পবিত্রতা নির্ভর করছে।

মনে রেখো—আশ্রিতার অঙ্গে একটু আঘাতে রাজপুতের যুগান্তর সঞ্চিত পুঞ্জিত কনক-কীর্ত্তি-স্তম্ভ ধুল্যবলুণ্ঠিত হবে। তাই বলি, যদি দেশভক্ত—রাজ-পূজক—প্রভু-সেবক হও ; তবে সতত তোমরা তোমাদের গৌরবাধারময় জ্ঞানে এই বালিকাকে রক্ষা করবে।”

বজ্র আরাবে একসঙ্গে শত সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—“জীবন পণে আমরা আশ্রিতাকে রক্ষা করবো—দেহে একবিন্দু শোণিত থাকতে রাজপুত-ললনাকে যবন-করে সমর্পণ করবো না। এই বালিকা শুধু আমাদের আশ্রিতা নয়—আমাদের ভগিনী।”

দশম পরিচ্ছেদ

আর্য্যস্থানের আরাবল্লীর পর্ব্বত-মৌলী-মালার তুঙ্গ শৃঙ্গোপরি অবস্থিত আরা-দুর্গ কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও—আর্য্যবঙ্গের অজেয়-দুর্গ নামে সে সতত শতকণ্ঠে প্রশংসিত।

এই দুর্গের স্বামীত্ব লাভের জন্য রাজ্যের সামন্ত, সর্দ্দার, সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই লালায়িত। আরা-দুর্গের দুর্গাধিপতি হওয়া উদয়পুর বাসী সকলেই একটা মহা সৌভাগ্য জ্ঞান করিত—আরা-দুর্গের দুর্গাধিপতিত্ব লাভের জন্য সকলেই সতত প্রার্থনা করিত। তার কারণ—এই আরা দুর্গই উদয়পুর প্রবেশের একমাত্র দ্বার স্বরূপ—পথ স্বরূপ—প্রাচীর স্বরূপ। যদিও পর্ব্বতপ্রান্ততলে আরও দুটী দুর্গ এবং চিতোর প্রবেশের পথ আছে কিন্তু সে পথ অতি সঙ্কীর্ণ—অতি দুর্গম। আর সে পথের সংবাদ সাধারণে জানিত না। এমন কি রাজ-বিশ্বাসী উচ্চ কর্ম্মচারী ও কতিপয় রাজভক্ত সেনানায়ক ব্যতীত সে পথের অস্তিত্ব অপর কেহ জানিত না। বহুকালের—বহু অতীতের—বহু বীরের বহু কীর্ত্তি স্মৃতি এই দুর্গের প্রতি অঙ্গে অঙ্কিত ছিল। এই আরা-দুর্গ রক্ষায় কত শত বীরদেহের শোণিতে এর প্রতি প্রস্তরখণ্ড

বিধৌত করেছেন। এই আরা-দুর্গই উদয়পুরের কাণ্ডারীর মত—গর্ব্বোন্নত শিরে শত্রু পথাবরোধে দণ্ডায়মান। এই দুর্গ অথবা পর্ব্বতই আজও মহাবলশালী অগণ্য রাজ্যজয়ী আকবর শাহার প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহতে উদয়পুরের স্বাধীনতার গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছে।

যিনি রাজ্যের মধ্যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বিশ্বাসে বা বীরত্বে শ্রেষ্ঠ তিনিই এই দুর্গের অধিস্বামীত্ব প্রাপ্ত হইতেন। এত বড় সম্মানের সর্ব্বোচ্চ পদ রাজপুতনায় আর ছিল না। তাই রাজ্যের প্রধান সেনাপতি বা রাজ্যের প্রধান নৃপতিও এই রাজ-সম্মান-ভূষিত পদ প্রার্থনা করিতেন। এই সম্মান স্বর্ণাসনে উপবেশনে মহারাণার সেনাপতি দেবীরাওয়ের বড় ইচ্ছা ছিল এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল—মহারাণা দেবীরাওকেই আরা-দুর্গের দুর্গাধিপতি করিবেন! কিন্তু যখন ভাগ্য তাঁর অপ্রসন্ন হইল—যখন রূপগড়াধিপতি নবীন রাজা রূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ এই দেবেন্দ্র সম সৌভাগ্য মণ্ডিত—বিশ্ব-বরেণ্য গৌরবাসনে অধিষ্ঠিত হ'লেন—তখন রূপেন্দ্রের প্রতি হিংসায়—প্রতিশোধ তৃষ্ণায় দেবীরাও ক্ষিপ্তবৎ হইলেন। কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের কোন উপায় নাই—মহারাণার সেনাপতি হ'লেও বর্ত্তমানে তিনি যে দুর্গাধিপতির অধীনত।

দেবীরাও কঠোর কর্ম্মী—বীর ধর্ম্মী। তিনি তরবারী চালনায় শত্রু সংহার কর্‌তেই জানেন। পদতলে শত্রু শব নিষ্পেষণে—রুদ্র

বিষাণে—শত্রু নাশনেই তাঁর উল্লাস ছিল! অস্ত্র ঝঙ্কার তাঁর বীণার ন্যায় প্রাণ মনকে যুদ্ধে মাতিয়ে তুলতো—আহতের আর্ত্তনাদ শঙ্খ-ধ্বনির ন্যায় কর্ণে বেজে উঠে তাঁর বাহুতে শক্তি সঞ্চার করতো। কিন্তু বিবেক বা বিবেচনা—মমতা বা মনুষ্যত্ব তাঁর ছিল না বল্লেই চলে—আর নিজেকে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর-জ্ঞানে সতত গর্ব্বিত থাকতেন। তাই তাঁর বিশ্বাস ছিল—আরা-দুর্গের স্বামীত্ব তাঁরই ন্যায্য প্রাপ্য। তাই সে ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইয়া রূপেন্দ্রের প্রতি তাঁর অন্তর বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

দেবরাওয়ের চিত্ত যতই কঠোর কঠিন হোক—যতই তিনি বিবেক বুদ্ধি হীন হোন না—কিন্তু তাঁর অন্তর প্রেমরস শূন্য ছিল না—প্রেমের উপলব্ধি বোধহীন ছিল না—রমণীর রূপের মূল্য জ্ঞান তাঁর বিলক্ষণ ছিল। যখন অপ্সরীসমা মমতাজ সহ রূপেন্দ্র প্রথম দুর্গে প্রবেশ করেন, তখন রূপসীর সে মনোমোহিতা রূপ দর্শনে—দেবরাও মুগ্ধ হন। বালিকার রূপে একদিকে যেমন মুগ্ধ হন—অন্যদিকে তেমনি রূপেন্দ্রের সৌভাগ্যের-শোভা বর্দ্ধিত দেখে—ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

অশ্বারোহণে দুর্গত্যাগে দেবীরাও চিতোরাভিমুখে গমন করিলেন না। দুর্গান্তরাল হইলে তিনি কতিপয় বৃক্ষ আবেষ্টিত স্থানে অশ্ব হইতে অবতরণে বিশ্রাম রত হইলেন। তাঁর বদন ক্রোধময়—নয়ন অনলময়। তিনি ছত্রাণাকে বিলক্ষণ জানেন

ও চেনেন ! তিনি কিশোর বয়স হতে মহারাণার সামরিক বিভাগে কর্ম্মে নিযুক্ত হন—তারপর নিজ অধ্যবসায় উত্তম ও সাহসে আজ প্রধান সেনাপতির সহকারী পদে উন্নীত হয়েছেন। দেবীরাও অন্তরে জানেন,—মহারাণা নিজের জীবন—পুত্র পরিজন—সিংহাসন সব—সব বিসর্জ্জন দেবেন তথাপি হীনতা স্বীকারে হিন্দু-বালিকাকে মোগল-করে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করবেন না। রূপেন্দ্রের এ আশ্রয়দানে মহারাণার ক্রোধ হওয়া দূরের কথা—হয়তো আরও তুষ্ট হবেন—হয়তো রাজ-করুণা রূপেন্দ্রের শিরোপরি আরও বর্ষিত হবে—হয়তো কাঞ্চন ও সম্মান সহ এই কনক-কামিনীই রূপেন্দ্রের বক্ষলগ্না হবে। না—রূপেন্দ্রের এত সৌভাগ্য দেবীরাওয়ের অসহ্য—এরূপ জীবিত দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা জ্বলিত-অনলকুণ্ডে ঝম্প প্রদানে জীবনাবসান সুখকর। ঐ বালিকা যে রূপেন্দ্রের অঙ্কগত হবে—এ চিত্র আমি দেখতে পার্‌বো না—উভয়ের মিলন গান আমি শুন্‌তে পার্‌বো না। অন্ততঃ ঐ রূপসীকে আমি চাই—যাক্ সব—ঐ ষোড়শীকে অথবা রূপেন্দ্রের ছিন্ন শির কিম্বা তার হৃদ্‌পিণ্ড আমার চাই—চাই—চাই—এই আমার একমাত্র প্রতিজ্ঞা। দেবী সিংহের নয়ন বদন এক পৈশাচিক দীপ্তিতে পরিবৃত হইল। লম্ফ ত্যাগে তিনি অশ্ব-পৃষ্ঠারোহণে মোগল-শিবিরাভিমুখে অশ্ব পরিচালিত করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"রাঠোর-দুহিতা মমতাজ সমতুল্যা—ভারত-সাম্রাজ্ঞীর সমা-যোগ্যা রূপময়ী রমণী মোগল-পাঠানের মধ্যে কি একটীও নেই সম্রাট ?"

"আছে—অনেক আছে যোধবাঈ। কিন্তু প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য-সম্ভার-সুসজ্জিত—সরল-সাম্যের-পূত-পবিত্রতা-বিমণ্ডিত আর্য্যভূমের আর্য্য-ললনাগণের মুখে চোখে যে কমল-কমনীয়তা—মোহন-মাদকতা—স্মিত-স্নিগ্ধ-স্নাত-শান্ত-শোভা-সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত আছে, —সে নন্দনের রাতুল শোভা—রমজানের বিমল নির্ম্মল কনক-আলোক-আভা বুঝি অন্য কোন দেশের নারীর মুখে চোখে এমন স্বর্গ-শোভায় ফুটে ওঠে না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি বলেই ভাবী ভারতেশ্বরী রূপে রাঠোর-দুহিতা মমতাজকে আমার রাজান্তঃপুরে আহ্বান করেছি—স্বর্গ শোভায় ভারত-সিংহাসন সু-সমুজ্জ্বল করতে।"

মোগল-শিবির। বহুদূর বিস্তৃত শিবির। চতুর্দ্দিকে যতদূর

দৃষ্টি চলে কেবল বর্ত্তুলাকর পট্টাবাস। চতুর্দ্দিকে খাদ্য-সম্ভার অস্ত্র-শস্ত্র স্তূপীকৃত—চতুর্দ্দিকে সৈন্য সংহতি। সেই অসংখ্য শিবির মধ্যস্থলে এক সু-বিশাল পট্ট-প্রাসাদ। পট্ট-প্রাসাদের শিখর-শির-শীর্ষে মোগল-পতাকা রক্তরাগে উড্ডীন। পট্ট-প্রাসাদাভ্যন্তরে একটী সু-প্রশস্ত সু-সজ্জিত পট্টকক্ষে এক মহামূল্য আসনোপরি ভারতেশ্বর সম্রাট আকবর সাহ ও ভারতেশ্বরী সম্রাজ্ঞী যোধবাঈ একাসনে উপবিষ্টা।

যোধবাঈয়ের পরিচয় দেওয়া অতি সুকঠিন। ইতিহাস অনেক রকম পরিচয় দেন। যোধবাঈ ও যোধাবাঈ নাম সম্বন্ধে অনেক মতভেদ ও দৃষ্ট হয়। যোধবাঈ সম্রাট আকবরের প্রধানা মহিষী ছিলেন, আর যোধাবাঈ জাহাঙ্গীর সাহের প্রধানা মহিষী ছিলেন। যাহা হোক্ অধিকাংশের মতানুযায়ী যোধবাঈকে আমরা আকবরের প্রধানা পাটরাণীরূপে পরিচিতা করলুম।

ইসলামীয় নবাব বাদশাহবর্গ যুদ্ধক্ষেত্রে বেগমসহ আগমন করতেন। তাঁরা যখন যেখানে শিবির সংস্থাপন করতেন—তখন সেখানে একটা সম্পদশালী নগরীর যেন স্থাপনা হতো। মহারাণীর এ যুদ্ধে সম্রাট সহগামিনী হবার কারণ—যুদ্ধজয়ে প্রত্যাবর্ত্তন-কালীন পিতৃ অথবা ভ্রাতৃ-রাজ্য একবার পর্য্যবেক্ষণ। যোধবাঈ ভারতের পাটরাণী হলেও তিনি মূর্ত্তি-পূজা পরিত্যাগ করেন নাই; স্বতন্ত্র স্থানে সম্রাট তাঁর এই বেগমের জন্য দেব-মন্দির নির্ম্মাণ

করিয়েছিলেন। মহারাণী সেখানে পূজা করতেন—নিজ হাতে মন্দির মার্জ্জনা করতেন—সকাল-সন্ধ্যায় ধূপ-ধুনায়—শঙ্খ-ঘণ্টায় দেব আরাধনা করতেন। যোধবাঈ সুলতানা হলেও—অন্তরে ছিলেন তিনি ভারত-ললনা। তাই তিনি নিজে অন্য আর একটী সম্ভ্রান্ত রাজবংশের দুহিতার শুভ্রতা বিনষ্ট আশঙ্কায়—আর একটী হিন্দুর গৌরব-শৃঙ্গ বিচ্যুত বিলুণ্ঠিত দর্শনে ব্যথিতা। তাই তাঁর সম্রাটকে সহসা এই প্রশ্ন। সম্রাটের এই হিন্দু-নারীর প্রশংসাধ্বনি ধ্বনিত এই প্রত্যুত্তরে দিল্লীশ্বরী বলিলেন,—

"কিন্তু পাঠান সম্রাটগণের অন্তরে তো ভারত-নারীর রূপোচ্ছাসের ঢেউ ওঠে নি।"

"তাঁরা স্ব স্ব প্রাধান্য বা রাজ্যরক্ষায় এত দূর ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে—নারীর রূপদর্শনের কারও অবসর ছিল না।"

"অবসর ছিল যথেষ্ট। পদ্মিনীর রূপানলে পতঙ্গের মত না পড়লে—আলাউদ্দীনের পরাজয় হতো না। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে হিন্দু-নারী বিবাহের কল্পনা উদিত হয় নাই।"

"তবে তাঁরা অন্ধ ছিলেন।"

"তাঁরা অন্ধ ছিলেন না। তাঁরা করাল-কালের ন্যায় ভয়াল ভীষণ হলেও—তাঁরা ছিলেন নির্ব্বোধ—সরল। কিন্তু সম্রাট, তুমি চতুর—অতি চতুর। তোমাদের এই হিন্দু-ললনা বিবাহ একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।"

—রাঠোর-দুহিতা মমতাজ—

"হাঃ—হাঃ—হাঃ। অলীক কল্পনা তোমার বেগম।"

"কণা মাত্রও অলীক নয় সম্রাট। আমি রাজার-মেয়ে—রাজার ভগ্নী—রাজার পত্নী; অজ্ঞ—অন্ধ—বুদ্ধিহীনা নই। তোমার এ বিবাহের উদ্দেশ্য—হিন্দুস্থানের একটা প্রতাপশালী রাজাকে মধুর সম্বন্ধ স্থাপনে আবদ্ধ করা—আর না হয় ধীরে ধীরে হিন্দু-জাতিকে ইসলামের জাতিতে পরিণত করা।"

"তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তীব্র বুদ্ধির নিকট আমার অন্তরভাব গোপন করবার চেষ্টা অযথা। তবে শোন বেগম, তোমার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য। সত্যই আমি চাই—এই জ্ঞান বিজ্ঞান মণ্ডিত প্রখর বুদ্ধিশালী হিন্দুকে এক সখ্য ও সৌহার্দ্দ্য সূত্রে আবদ্ধ করে—এক ইসলামীয় জাতিতে পরিণত করতে। নতুবা তৃণদলসম মুষ্টিগত মোগল—হিন্দুর পদচাপে নিষ্পেষিত হবে; পাঠানগণ এ গূঢ় তথ্য না বোঝার জন্যই অনিবার ছায়া-চিত্রসম ভারত সিংহাসনে বসেছে—নেবেছে। আমিই সর্ব্ব প্রথম এই আদর্শ দেখালুম। আমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে—ভারতের রাজন্যমণ্ডলী বিদেশী ললনা বিবাহ করবেন—শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তখন রাজ-জাতির ললনা বিবাহে গৌরবান্বিত জ্ঞান করবে—তাই আমার এই অসবর্ণ বিবাহের প্রবর্ত্তন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"ভাবী ভারতেশ্বরী অপহৃতা! একি মহাবিস্ময়ে গঠিত সংবাদে অনল তপ্ত করে দিলেন অন্তর আমার!"

"সত্য—ভারত-সেনাপতি; এ কথা স্মরণে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে যাই—আমি তপ্ত লাল হয়ে উঠি! ইচ্ছা হয়, আমার কন্যা—আপনাদের ভাবী ভারত-সাম্রাজ্ঞী মমতাজের অপহারকদের পিষে মারি—পদাঘাতে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিই।"

"আপনার অনুমান কি কোন দস্যুতে—ভবিষ্যত ভারতেশ্বরীকে অলঙ্কার লাভাশায় অপহরণ করেছে রাজা সাহেব?"

"অসম্ভব! দস্যুর বক্ষে এ দুর্ব্বার সাহস আসবে না। তাদের বাহুতে এত শক্তি নাই যে ভারত-সেনা ও হিন্দু-সেনাকে আক্রমণে পরাজিত করতে পারে। তারা সংখ্যায় এত অধিক নয়, যে ভারতের ভাবী ভারতেশ্বরীকে অপহরণে—সম্রাট-শক্তিকে অবজ্ঞা করতে পারে।"

"তবে অপহারক ব্যক্তিরা কোন জাতি?"

"অপহারক রাজপুত জাতি। আমার অনুমান—আরা দুর্গাধিপতি রূপগড়ের রাজা রূপেন্দ্র সিংহ আমার কন্যা-অপহারক।"

"আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু এ মরণ সম অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় কি রাজা মহীমল্ল?"

"উপায়—সমস্ত মোগল শক্তি নিয়ে আরা দুর্গ আক্রমণ।"

"আরা দুর্গ রাজস্থানের শক্তি কেন্দ্র। আরার অঙ্গে আঘাতে আজও কোন শক্তিই সক্ষম হয় নাই। আরা দুর্গই আজ আমাদের পরাজিত—লাঞ্ছিত করেছে।"

"একবার পরাজয়ে—নিরাশায় সঙ্কল্প ত্যাগ বীরধর্ম্মী—কর্ত্তব্য-কর্ম্মীর অশোভনীয়।"

"কিন্তু পরাজয়ে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণে—সমগ্র সৈন্যদলসহ মরণ-বরণে পাষাণে শয়ন কখনও বীরের ধর্ম্ম বা কর্ম্মীর কর্ম্ম নয় বীর। আরা দুর্গ দুরধিগম্য—আরাবল্লীর সর্ব্বোচ্চ শিখর শির-শীর্ষে অধিষ্ঠিত।"

"কিন্তু রাজপুতের আগ্নেয়াস্ত্র নাই।"

"না থাক—আগ্নেয়াস্ত্র অপেক্ষা আরও ভীষণ ভয়ঙ্কর অস্ত্র আছে।"

"কি সে অস্ত্র?"

"আরাবল্লীর প্রস্তর।"

"প্রস্তর!"

হাঁ—প্রস্তর। যখন মেঘমালা আবরিত দুর্গোপরি হতে বৃহৎ প্রস্তর বজ্রের ন্যায় নিক্ষেপিত হয়—তখন এক একখানি প্রস্তর খণ্ড শত জীবন নষ্ট করে। কামান, বন্দুক, গোলা গুলি সেই প্রস্তর-খণ্ডের নিকট তখন পরাজয় স্বীকার করে।"

"তবে এই অপমান—এই অপবাদ—অপযশ—শত্রুর এই অবজ্ঞা উপেক্ষা শোণিত হীন সরীসৃপের ন্যায় নীরবে সহ্য করতে হবে ভারত-সেনাপতি ?"

"কখনই নয়। এ অপমান শুধু আপনার নয়—শুধু আমার বা সম্রাটের নয়—এ অপযশ সমগ্র মোগলের—এ অপমান—ভারতের রাজার। এ অপমান যদি মোগল নীরবে বহন করে—তাহলে তার রাজ-দণ্ড-ধৃত-হস্ত কম্পিত—সিংহাসনও দুলিত হবে। কিন্তু শক্তিতে বা সম্মুখ সমরে আরা-দুর্গ জয় সম্পূর্ণ অসম্ভব! যেখানে শক্তি পরাজিত হয়—সেখানে কৌশল জয়ী হয়। এই কৌশলেই মহারাণা মানসিংহ ব্যোম-বিদারী পর্ব্বতমালামণ্ডিত ভয়াবহ গিরি তুঙ্গোপরি অবস্থিত অজেয় সাম্রাজ্য কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর জয় করেছিলেন। সেই কৌশলে আরা-দুর্গও অধিকার করতে হবে।"

"কি সে কৌশল ?"

"যে কৌশলে অতি সুদূরদর্শী সাহানসা সুলতান আকবর শাহ—মহারাণা মানসিংহকে জয় করেন—ঠিক সেই কৌশলেই

মহারাজ মান আবার অপর রাজ্য জয় করেন। গৃহ-বিবাদই এ কৌশল জাল রচনার একমাত্র আধার। পার্ব্বত্য দুর্গে সৈন্য সংখ্যা অতি অল্পই থাকে—অধিক সৈন্যের প্রয়োজনও থাকে না ; কেন না—পর্ব্বত-প্রস্তরই লক্ষ লক্ষ সৈন্যের কাজ করে। প্রতি পার্ব্বত্য দুর্গে গমনাগমনে প্রকাশ্য পথ ব্যতিরেকেও গুপ্ত পথ থাকে। সেই গুপ্ত পথে দুর্গ দ্বারে একবার কোন মতে উপনীত হতে পারলেই দুর্গ নিমেষে কবলিত হবে। তার কারণ—দুর্গস্থিত সৈন্যের অল্পাধিক্য। এই কৌশলে—এই গুপ্ত পথাতিক্রমণে মহারাজ মান আজ অসংখ্য রাজ্য-জয়ী—ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর।"

"তবে অচিরে সেই পথে পদার্পণ করুন—সেই উপায় অবলম্বন করুন! আরা দুর্গারোহণেরও গুপ্ত পথ আছে।"

"আছে তা আমিও জানি। কিন্তু কোন্ দিকে—কোন্ সূত্রে দুর্গ-দ্বারে উপনীত হওয়া যায়—তা কি আপনি অবগত আছেন?"

"না।"

"তবে? তবে কে আমায় সে পথ চিনাবে—কে আমায় সে পথে নিয়ে যাবে?"

দিল্লীশ্বরের সেনাপতি মুনিম খাঁর কথা শেষ না হইতেই দ্বারান্ত হইতে ধ্বনিত হইল,—

"আমি চেনাব—আমি নিয়ে যাব সেনাপতি।"

বাক্যসহ এক মোগল-সৈনিক দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিল

চমক চিত্তে—চকিত নেত্রে নবাগতের প্রতি চাহিয়া বিস্ময় বিস্ফুরিত স্বরে সেনাপতি মুনিম জিজ্ঞাসা করিলেন, —

"কে তুমি ?"

"পরিচয়—পরিচ্ছদই জ্ঞাপন করছে।"

"কিন্তু ভারত-সেনাপতির সম্মুখে তোমার শঙ্কাশূন্য এই উক্তি —ভাষার এই সুসজ্জ ছন্দ শ্রবণে—তোমার তেজতপ্ত রক্তমূর্ত্তি— তোমার মূল্যবান পরিচ্ছদ দর্শনে সামান্য মোগল সেনানী বলে অনুমিত হয় না।"

"আমি যে হই সে হই—সে পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন নেই। আপনার প্রয়োজন, আরা-দুর্গের গুপ্ত পথের সন্ধান— ভাবী রাজ্যেশ্বরীর অপহারকদের শাস্তি দান। আমি শপথ করছি—আমি আপনার অপূর্ণ প্রয়োজন—পূর্ণ করবো! কিন্তু আপনিও শপথ করুন—আমার প্রার্থিত পুরস্কার প্রদান করবেন।"

"পুরস্কার পরিমাপক পুরস্কার দাতা—পুরস্কার প্রার্থী নয়। কিন্তু যখন তুমি পুরস্কার প্রদানে আমায় বাধ্য করাচ্ছ, তখন পুরস্কারের পরিমাপ না জানলে শপথ করতে পারি না সেনানী।"

"পুরস্কার আমার অতি সামান্য! আপনারা আরা-দুর্গ আক্রমণে—ভাবী ভারত-রাণী ও সেনাপতি রূপেন্দ্রকে ধৃত করুন। কিন্তু আপনারা আরা-দুর্গে মোগল-পতাকা উড়াতে পারবেন না। আরা-দুর্গের স্বাধীন স্বামীত্ব আমায় প্রদান করতে হবে।"

"বেশ শপথ করলুম।"

উচ্চকণ্ঠে মহীগড়াধিপতি রাজা মহীমল্ল বলিলেন,—

"শপথ প্রত্যাহার করুন সেনাপতি।"

"সামান্য দুর্গের বিনিময়ে আমরা যদি ভারতের যুবরাজ পত্নীকে উদ্ধার করতে পারি—যদি চিতোর জয় করতে পারি—তাতে শপথ করায় ক্ষতি কি?"

"এ ব্যক্তি কখনই মোগল নয়—কখনই আপনার মিত্র নয়।"

"কারণ?"

"কারণ—মোগল সেনানীর পক্ষে আরা-দুর্গের গুপ্ত পথ জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব।"

সেনাপতির প্রত্যুত্তরের পূর্ব্বেই আগন্তুক সেনানী বলিয়া উঠিল,—"সত্যই আমি মোগল-সেনানী নই।"

"তবে?"

"আমি রাজপুত। মোগল-শিবিরে প্রবেশের জন্য মৃত মোগল-সেনানীর পরিচ্ছদ পরিধান করি। এই দেখুন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।"

বাক্যসহ আগন্তুক সৈনিক বেশ পরিত্যাগ করিল—রাজপুত বীরের বেশ বহির্গত হইল। রাজা মহীমল্ল বলিলেন,—

"তথাপিও তুমি গুপ্ত পথ জান না। সামান্য সেনানী তো দূরের কথা—অনেক সর্দ্দার, সেনানায়ক, সামন্তও সে পথ জানেন

না। বিশ্বস্ত কয়েকজন সর্দ্দার ও সেনাপতি, ঠাকুর ও সামন্ত ব্যতীত সে পথ অপরে অবগত নয়।"

"তবে শুনুন রাজা মহীমল্ল—আমি চিতোরের প্রধান সেনাপতির সহকারী—নাম আমার দেবীরাও।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দেবীরাও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তথাপি দেবীরাও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। তাঁর প্রত্যাবর্ত্তনের অযথা এই বিলম্বে— সেনানীগণ বা সেনাপতি রূপেন্দ্র সিংহ কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না। কেহ না হইলেও অবসর প্রাপ্ত রাজ-সৈনিক, প্রবীণ ও বিচক্ষণ যোদ্ধা সুপতি সিংহ উদ্বিগ্ন হইলেন। দেবীরাওয়ের এ অকারণ বিলম্বে সুপতি সিংহ ভাবিলেন—দেবীরাও বোধহয় পথে মোগল কর্ত্তৃক ধৃত হয়ে সম্রাট শিবিরে নীত হয়েছেন। নতুবা—প্রত্যাবর্ত্তনের এ অকারণ বিলম্ব কেন? দেবীরাওয়ের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্বের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া দূরের কথা—সমস্ত সৈন্যশ্রেণী ও স্বয়ং সেনাপতি রূপেন্দ্রও যেন কথঞ্চিত আনন্দিত। মায়াময়ী মমতাজ নিত্য নব নব মহিমার উচ্ছাসে—স্নেহের উৎস্রে সকলকে এমন বশীভূত করেছিল—যে পাছে দেবীরাওয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আনন্দ-দায়িনী ভগিনী মমতাজ চিতোরে অথবা মোগল শিবিরে প্রেরিত হয়—এই আশঙ্কায় সকলে দেবীরাওয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের বিলম্ব হেতু আনন্দিত।

—রাঠোর-দুহিতা মমতাজ—

সেনাপতি রূপেন্দ্র সিংহ মমতাজের সঙ্গে দিন রাত্র একত্রে পর্ব্বত শৃঙ্গে শৃঙ্গে মৃগ যুথের ন্যায় উল্লাসে—করে কর রক্ষায় ভ্রমণে—তাহার কোকিল-কূজন-কূজিত কোমল কণ্ঠের সরল সুন্দর মধুর কথা শ্রবণে—তাহার স্বর্গ-সুধা-সিঞ্চিত অপরূপ রূপ-মাধুরী নিরীক্ষণে রূপেন্দ্রের অন্তর মমতাজময় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি জানেন—মমতাজ ভাবী ভারতেশ্বরী; তিনি বোঝেন—আজ না হোক কাল মহারাণার আদেশ উপস্থিত হবে। সে আদেশ একদণ্ডে মমতাজকে হয়তো তাঁর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। মমতাজের অদর্শন আশঙ্কায় থেকে থেকে তরুণ-প্রেমের-পথিক রূপেন্দ্রের অন্তর অর্ত্তনাদে কেঁপে উঠতো—যেন নয়নের সব আলো আঁধারের গর্ভে ডুবে যেত—পৃথিবীর সব আলো নিভে যেত। রূপেন্দ্রের কর্ম্মগতি বা ভাবের গতির পরিবর্ত্তন কাহারও লক্ষীভূত না হইলেও—তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী স্বেচ্ছা-সেবক সৈন্য বৃদ্ধ সুপতি সিংহের দৃষ্টিপথ তাহা লক্ষ্য করিল। সুপতি সিংহ বুঝিলেন,—তরুণ তরুণীর একত্র অবাধ মিলনে—যা স্বভাবের নিয়মে হয়ে থাকে—তাই হয়েছে। তরুণ—তরুণীকে ভালবাসিয়াছে—তরুণীও তরুণের প্রেমাকৃষ্ট। সুপতি সিংহ ভাবিলেন—আর অধিক দিন এরূপ একত্র স্বাধীন মিলা-মিশায় যুবক রূপেন্দ্র নবীনার মোহে সম্পূর্ণ রূপে আত্মবিস্মৃত হবে; রাজপুতের গর্ব্ব—বীরের ব্রত—মানুষের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হবে

একটা এমন জাগ্রত জ্বলন্ত মানুষকে—জাতির এমন একটা সজাগ সজীব সচেতন বীরত্বকে—নারীর রূপের দ্বারে বিসর্জ্জন দিতে দেব না; রূপেন্দ্রকে—রূপের পথ হতে ফেরাব! এই স্থির সিদ্ধান্তে—এই সঙ্কল্পে—একদিন যখন সন্ধ্যার শান্ত স্নিগ্ধ অঞ্চল, ধরণী অঙ্গ আবরিত করেছিল—তখন সেনাপতি রূপেন্দ্রকে নির্জ্জন স্থানে আহ্বানে সুপতিসিংহ ডাকলেন—

"সেনাপতি রূপেন্দ্র।"

"বক্তব্য প্রকাশ করুন।"

"দেবরাওয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উত্তীর্ণ। দেবরাও আবশ্যকীয় সংবাদবাহী, তাঁর অতি শীঘ্র আসা উচিত ছিল। অকারণ বিলম্বে তার কোন স্বার্থ নাই। বিশেষতঃ সংশয়ময় সংবাদ বহন করে আসছে—এ ক্ষেত্রে পথে যে অযথা বিলম্ব করবে না।"

"তবে তার বিলম্বের কি কারণ আপনার অনুমান হয়?"

"আমার অনুমান—সে মোগলের বন্দী হয়েছে।"

"তাহলে আপনি কি পুনরায় মহারাণার নিকট লোক প্রেরণ করতে বলেন?"

"না। আমি বলি, মমতাজকে চিতোরে পাঠিয়ে দাও।"

"তা হয় না। মমজাজকে চিতোরে প্রেরণ করতে হলে সশস্ত্র সহস্র রক্ষীর প্রয়োজন। এত সৈন্য এ সময়ে মহারাণার বিনা আদেশে দুর্গ ত্যাগ করলে, মহারাণার ক্রোধ রাশি

আমারই শিরে উদ্গীরিত হবে। আর যাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছি—সেই তারা—সেই মোগলও তো আমার পথ থেকে মমতাজকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সামান্যা নগণ্যা বন্দিনী হলে তার জন্য সতর্কতার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু এ যে সে বন্দিনী নয়—এ বন্দিনী স্বয়ং দিল্লীশ্বরী। এমন বন্দিনীকে অবহেলায় আমি হারাতে পারি না—বীর।"

সুপতি সিংহ নিরুত্তর।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"গাও মমতাজ—অবিরাম গাও, তোমার কোকিল-কুজন-কুহরিত-কোমলকণ্ঠে আকাশ বাতাস পুলকাঞ্চিত করে গাও গান। তোল—আকুল আবেশময় মধুনিঃসৃত মোহন মদির—বীণা-ঝঙ্কার-ঝঙ্কৃত তান—আমি শুনি। শত বিনিদ্র রজনী যাপনে আমি দেখি—চিত্ত তৃপ্ত করে—নয়ন ভরে ঐ রূপ-মাধুরী।"

"আপনি যে নারী-স্তোত্র পাঠ আরম্ভ করলেন রাজপুত বীর!

"সত্য বাক্যই যদি স্তোত্র হয়, তাহলে—এ স্তোত্র। কিন্তু এ স্তোত্রের উপযুক্ত ভাষার অভাব আমি অনুভব করছি।"

"এর উপরও যদি আরো ভাষার উচ্ছাস ছোটান—তাহলে সে উচ্ছাসে যে আমিও ভেসে যাব—আপনিও ভেসে যাবেন।"

"চাঁদের আলোয় ডুবে মরা ভাল—তবুও খদ্যোতের আলোক রশ্মিতে জীবনধারণ ভাল নয়। ভেসে যদি যাই—ক্ষতি নাই—ক্ষোভ নাই—নিন্দা নাই। আমি তো শত লালসা আকাঙ্ক্ষা আকুলিত মানব—এ রূপের লহর ধারায় দেবতাও যে ভেসে যেতে চায় মমতাজ।"

"বীর—চির অস্ত্রধারী যে, সে যে আবার রূপ-উপাসক—সু-প্রেমিক সুরসিক হয়—তা আমার ধারণা ছিল না। আজ আপনার উদ্‌ভ্রান্ত অসঙ্গত ভাষার ভাবোচ্ছাস শ্রবণে—সে ধারণা ভেঙ্গে গেল আমার। আজ বুঝলেম—বীর শুধু বীর নয়—প্রেমিকও হয়।"

"কেন হবে না মমতাজ! মরুবক্ষে ফোটে না কি ফুল—ছোটে না কি মলয় বায়?—বহে না কি শীতল জলধারা? আজ তেমনি তুমি আমার নয়ন সম্মুখে উদিতা হয়ে—আমার বীর অন্তরকে সরস সঞ্জীবিত করে তুলেছ মমতাজ।"

"দেখুন, আপনি আমাকে মমতাজ বলে ডাকবেন না। আমি অপরের কাছে মমতাজ হলেও আপনার কাছে আমি মিথিলা হতে চাই—আমি হিন্দু-নারী হতে চাই—আমি বীরব্রত পরায়ণা রাজপুতের মেয়ে হতে চাই।"

"বেশ—তাই।"

"তবে আমায় একবার আমার গৌরব পরিচয় প্রদীপ্ত নিথিলা বলে ডাকুন।"

"নিথিলা—নিথিলা নিথিলা।"

"তবে বলুন—আমি যেন আবার রাজপুতেরমেয়ে হতে পারি।"

"হতে পার কি—তুমি রাজপুতেরমেয়ে হয়েছ। তোমার

অন্তর যখন অতীতের মহিমালোকে আলোকিত হয়ে উঠেছে—তখন তুমি রাজপুতের মেয়ে হয়েছ।”

“তবে বলুন আমি—নিখিলা?”

“হাঁ।”

“আমি হিন্দুর মেয়ে?”

“হাঁ।”

“আমি রাজপুতের মেয়ে?”

“হাঁ।”

“বাঃ—বাঃ—প্রাণটা আজ নূতন কম্পনে—পুলক স্পন্দনে—নব শিহরণে জাগরণে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। আজ থেকে আমি রাজপুতেরমেয়ে নিখিলা। মনে হচ্ছে—অবিরাম এই নাম শুনি—এই নাম গাই। কে কোথায় আছ শোন সকলে—আমি আর রাঠোর-দুহিতা মমতাজ নই—আমি আজ থেকে রাজপুতেরমেয়ে নিখিলা। শুন সমীরণ—এ শুভ বার্ত্তা কর বিঘোষণা—মোগল শিবিরে। বলো সে বলদর্পিত মোগল পতিকে, আজ থেকে মহীগড় রাজ-নন্দিনী তাঁর প্রদত্ত মমতাজ নাম পরিহারে—রাজপুতের মেয়ে নিখিলা বালা নাম গ্রহণ করেছে।”

সহসা বিমান বিদীর্ণে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল—যেন রাজপুতের মেয়ে নিখিলা বালাকে সমীরণ উত্তর দিল—আমি তোমার

নব-জীবন জাগরণের সংবাদ মোগলকে দিয়েছি। মোগল কামান গর্জ্জনে উত্তর দিয়েছে—তুমি বজ্র নিঃস্বনে উত্তর দাও—রাজপুতেরমেয়ে নিখিলা বালা।

সহসা দুর্গ সান্নিধ্যে কামান গর্জ্জন নিঃস্বনে— উভয়ে চমকিত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আতঙ্কিত অন্তরে শঙ্কিত নয়নে—বিশুষ্ক বদনে বিস্ময়ে-সূচিত-স্বরে রূপেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—

"একি কামান গর্জ্জন! কোথা থেকে কেন গর্জ্জে কামান! দুরারোহ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত এই আরা-দুর্গ সান্নিধ্যে সহসা কার কামান গর্জ্জিল?"

"অনুমান—মোগলের।"

"মোগলের! দাঁড়াও দেখি।"

ক্ষিপ্র পদে কাষ্ঠসোপানাতিক্রমে রূপেন্দ্র প্রাচীরোপরি উঠিয়া চীৎকার কণ্ঠে বলিলেন,—

"নিখিলা—অনুমান তোমার সত্য সত্যই মোগলের কামান নিনাদ।"

"সংখ্যায় কত?"

"অনেক গনণাতাতীত।"

"অনুমান?"

"অনুমান—বিশ হাজার।"

"আমাদের সৈন্য সংখ্যা কত?"

"দু-হাজার !"

"তবে আর বিলম্ব কেন ?"

"কিসের বিলম্ব ?"

"আমায় মোগল হস্তে সমর্পণে !"

"একি হেঁয়ালীর কথা বল নিখিলা !"

"এ হেঁয়ালী নয়—এমন সত্য অথচ দায়ীত্ব ভরা কথা আর কিছুই হতে পারে না। বিশ হাজার রণদক্ষ বলদীপ্ত মোগলের সঙ্গে এই সামান্য সৈন্য সহ আক্রমণ মিথ্যা—বৃথা; কেবল অকারণ নর-প্রাণ নাশ। আমাকে নিয়েই যখন বিবাদ—তখন আমায় পেলে মোগল নীরবে নির্ব্বাকে প্রস্থান করলেও করতে পারে। তাই বলি, এক নারীর জন্য অকারণ কেন এত গুলি বীর-জীবন বিসর্জ্জন দেবেন—বীর ? নারীর বিনিময়ে—এই সহস্র শতের জীবন রক্ষা করাই আপনার কর্ত্তব্য। তাই বলি, সময় থাকতে আমায় মোগল করে সমর্পণ করুন রথীন্দ্র।"

"না—না—না—কখনই না—আশ্রিতাকে কখনও পরিত্যাগ করবো না। আর তুমি শুধু আশ্রিতা নও—তোমার ভাগ্যের সঙ্গে রাজপুতের মান মর্য্যাদা বিজড়িত। তোমায় মোগল হাতে তুলে দেওয়া—আর বীরের গর্ব্ব গৌরব—জাতির মান মর্য্যাদা—দেশের যশ কীর্ত্তি মোগল পদে ডালি দেওয়া—একই

কথা নিখিলা। না—আমি তা দেব না—দিতে পারবো না। আমি যুদ্ধ করবো—পুড়ে মরবো—আগুন জ্বালাবো—আরা-দুর্গ শ্মশানে পরিণত করবো—তথাপি তোমায় ত্যাগ করে জাতির পরিচয় ত্যাগ করবো না—দেশের গৌরব রাশি পদদলিত করবো না। যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ করবো আমি। পাগল প্রমথেশের ন্যায় সংহার মূর্ত্তিতে—সংহার নাদে আরাবল্লীর কন্দর কাঁপিয়ে তুলবো—শোণিত প্রস্রবণ ছোটাবো। সাজ—সাজ রাজপুত রণ-সাজে—সাজ ; আর রক্তে হোলি খেলতে মাত। সাজ—সাজ বীর—ক্ষেপে ওঠো হিন্দু-নারীর রক্ষায়।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"সমর সঙ্কল্প অচিরে পরিত্যাগ কর সেনাপতি।"

"সমর সঙ্কল্প পরিত্যাগ করবো! শত্রু—দুর্গদ্বারে এসে সিংহ-হুঙ্কারে আস্ফালন করছে—অস্ত্র-ঝঙ্কারে সমরে রাজপুতকে আহ্বান করছে—আর আমি সমর সঙ্কল্প পরিত্যাগ করবো! একি কথা বিনির্গত চির সমর-সেবক, স্বদেশ ভক্ত, মহাবীর মহাবিজ্ঞ সুপতি সিংহের মুখে! যৌবনে যে জীবনকে মরণের মুখে শতবার ধরেছিল—আজ এই অন্তিমে—এই বার্দ্ধক্যে তাঁর প্রাণ কি মরণের নামে কেঁপে উঠলো?"

"ব্যাধি আক্রান্ত হয়ে মরণে—বক্ষ শঙ্কিত কম্পিত হয়ে ওঠে; কিন্তু সমর ক্ষেত্রে মরণে—বক্ষ পুলকিত শিহরিত হয়ে ওঠে। যুদ্ধে মরণের ভয় এ অন্তরে কণামাত্রও নাই। আরাবল্লীর ব্যোম-স্পর্শী পাষাণ পর্ব্বতোপরি অবস্থিত এই আরা-দুর্গে দেশের স্বাধীনতা রক্ষণে—জাতির গৌরব বর্দ্ধনে কতদিন কতবার বজ্র মুষ্টিতে করাল করবাল করে—করাল-কঠোরতায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছি; শতদিন শতবার মরণ সম্মুখে সহর্ষে সদর্পে ছুটে গিয়েছি; কত শতবার মরণ আমায় আঘাত করতে ভীষণ মূর্ত্তিতে ছুটে এসেছে—তথাপি সুপতি সিংহ এক লহমার জন্যও মরণ-ভয়ে অস্ত্র

ত্যাগ করে রণস্থল হতে পদমাত্রও পশ্চাদপদ হয় নাই! দেখবে—একবার দেখবে—সে আঘাতের চিহ্ন? সে সব আঘাতের চিহ্ন এখনও আমার সর্ব্বাঙ্গে জাজ্বল্যমান। দেখবে—কত ভয়াল ভীষণ আঘাতের চিহ্ন আমার প্রত্যেক অঙ্গে দেদীপ্যমান—দেখবে?"

"দেখবার প্রয়োজন নাই—আমি জানি। আমি জানি যে, আপনি মরণ ভয়হীন—শমন-সাহসী—কেশরী-বিক্রমশালী। জানি—আপনি দেশের সহানুভূতি সম্পন্ন সেবক—মাতৃপূজার একনিষ্ঠ পূজক—স্বাধীনতা সংগ্রামের সাধক। জানি—আপনার কণ্ঠে কালের ভৈরব বিষাণ সম গম্ভীর ঘোর আরাবে সমর সঙ্গীত উদ্দীপনার ঝঙ্কারে বেজে উঠে—কত শতবার রাজপুতের অন্তর অনলধারায় মাতিয়ে তুলেছে! ভাস্কর ভাস্বৎসম দীপ্তিমান—সমুদ্র সম শক্তিবান—ভীম সম বীর্য্যমান—চির অস্ত্রধারী মহা বীরের মুখে এ সমর বিরতির বাণী কেন আজ বেসুরো বেতালা ভাবে বেজে উঠলো—প্রবীণ বীর?"

"দেশ রক্ষণে যেমন মরণ-সিন্ধুর বক্ষ বিলোড়িত আলোড়িত করে বজ্ররোলে আকাশ কাঁপিয়েছিলুম—আজও সেই উদ্দেশ্য পূরণে—সেই দেশের মঙ্গল সাধনে তোমার সমর ইচ্ছা ত্যাগের জন্য অনুরোধ করছি!"

"স্বেচ্ছায় কলঙ্ক ক্রয়ের জন্য অনুরোধ! অদ্ভুত—অতি অদ্ভুত আপনার এ অনুরোধ।"

—রাঠোর-দুহিতা মমতাজ—

"তরুণ যুবক তুমি—তরল চিত্ত—রঙ্গিন নেত্র তোমার—প্রদীপ্ত তোমার আশা আকাঙ্ক্ষা—উষ্ণ তোমার শোণিত স্রোত ; যুদ্ধের নামেই অন্তর তোমার অনল প্রতাপিত হয়ে উঠে। ভূত ভবিষ্যৎ—বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা সে অনলে ভস্ম হয়ে যায়। তাই তোমার নিকট আমার এ অনুরোধ অদ্ভুত অনুমিত হচ্ছে—কিন্তু তোমার যদি সরল শুভ্র সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকতো—তোমার যদি ফলাফল চিন্তার বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান থাক্‌তো—তাহলে আমার অনুরোধ অবাধে রক্ষা করতে—তাহলে আমার অনুরোধকে অদ্ভুত আখ্যায় আখ্যাত করতে না।"

"কি উদ্দেশ্যে আপনার এ অনুরোধ ?"

"বলেছি তো—উদ্দেশ্য দেশরক্ষা।"

"অস্ত্র কোষবদ্ধ করে—শত্রু অস্ত্রমুখে অনড়পদে বুক পেতে দাঁড়ালেই কি দেশ রক্ষা হবে ?"

"অনেক হিংস্র জন্তু আক্রমণে—জীবন রক্ষায় অনড় গাত্রে শ্বাসহীন অবস্থায় মৃতের ন্যায় নিস্পন্দে মানুষকে থাক্‌তে হয়। তেমনি আজ হিংস্রক যবন-কুলের করাল গ্রাস হতে দেশ রক্ষায় নিস্পন্দ নিষ্কম্প হতে হবে—নতুবা দেশ রক্ষার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। অগণিত যবন দল ভীষণ মূর্ত্তিতে শোণিত পিপাসিত সিংহ-সম এই ক্ষুদ্র দুর্গ পরিবেষ্টনে কালানল সম কামান বন্দুক নিয়ে দণ্ডায়মান ! রাজপুত-বাহিনীর সবল ও দুর্ব্বল সমস্ত সৈন্যের

সংখ্যা মাত্র দ্বি-সহস্র। বিশেষতঃ রাজপুত কামান হীন। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা না করা উভয়ই সমান।"

"তবু যুদ্ধ করে—অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে—অমর নাম নিয়ে—বীরের বাঞ্ছিত বসনে ভূষণে ভূষিত হয়ে—সমর অঙ্গনে—অস্ত্রশয়নে মরণ—সে যে স্বর্গ অপেক্ষাও গরীয়ান—দেবতার দেবত্ব অপেক্ষাও মহীয়ান।"

"না—তা হবে না। এ যুদ্ধ তোমার শিরে আজ যশের বোঝা চাপিয়ে দেবে না—বরং দুর্নামে ধিকৃত হবে নাম তোমার—কণ্টক সম রাজপুত তোমার সব স্মৃতি সমূলে উৎপাটিত করবে।"

"তাহলে কি আপনার বিধানে বিদেশীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ—অন্যায় অসঙ্গত ?"

"না—না, সঙ্গত—অতি সঙ্গত ; শুধু সঙ্গত নয়—যে দেশের মানুষ তা না করে সে দেশের মানুষ—মানুষ নয়—পশু। সেরূপ মানুষাকার পশুর শিরে আমি পদাঘাত করি। বিদেশাগতের অযথা পদপ্রহার হতে স্ব স্ব সম্মান—স্বরাজ—স্বাধীনতা ও জাতীয় পতাকার শুভ্রতা রক্ষায় সকলের সমবেত সাহায্যের প্রয়োজন—তেমনি দেশের গরিমা রক্ষার জন্য সময়ে কুট-নীতি অবলম্বনও কর্ত্তব্য। আর তোমার উপর রাজার শুভ্রশির—দেশের স্বরাজ পতাকা রক্ষার ভার অর্পিত। আজ মহোচ্চ সম্মান—মহৎ কর্ত্তব্য—গুরু দায়ীত্বের মহাভার তোমার উপর অর্পিত—তা

বোধ হয় তুমি অবগত নও—অবগত থাক্‌লে যুদ্ধ বিরতির জন্য তোমায় অনুরোধ করতে হতো না। এই দুর্গের মঙ্গলামঙ্গলের ওপর—জয় পরাজয়ের ওপর চিতোরের গর্ব্ব গৌরব—রাজপুতের স্বরাজ পতাকার সব শুভ্রতা নির্ভর করছে। এতকাল—এতদিন—এমন ভাবে শত্রু এ দুরারোহ পর্ব্বত আরোহণে দুর্গদ্বারে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি—আর এইজন্যই সমগ্র রাজস্থান মোগল পদানত হলেও—ক্ষুদ্র চিতোর স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল ভূষায়—গর্ব্বোন্নত শির শীর্ষে—বিপুল বিস্ময়ের মত দাঁড়িয়ে। কিন্তু আজ যখন যা যুগান্তে হয় নাই—সেই অঘটন সংঘটিত হলো : আজ যখন শত্রু গুপ্তপথে অগণিত সৈন্যসহ দুর্গদ্বারে আগ্নেয়াস্ত্র সহ আক্রমণোদ্যত. তখন এ দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব। আর এ দুর্গ রাজপুতের হস্তচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে—যবন সৈন্যের প্রবল প্লাবন বেগে চিতোর অচিরে শ্মশান ভূমে পরিণত হবে—চিতোরের স্বাধীনতা চিরতরে মোগল পদে লুণ্ঠিত হয়ে পড়বে। তাই বলি, সন্ধির সর্ত্তে কাল হরণে মহারাণার নিকট সৈন্য প্রেরণের জন্য ক্ষিপ্রগামী দূত প্রেরণ কর। নতুবা এ দুর্গ রক্ষা করা অসম্ভব। আর এ দুর্গের সঙ্গে রাজপুতের স্বাধীনতাও বিসর্জ্জিত হবে।"

"ঠিক—ঠিক বলেছ বৃদ্ধ। তোমারই উপদেশ নির্দ্দেশ মাথায় তুলে নিলুম। তবে তাই হোক—তবে উড়াও যুদ্ধ বিরতির পতাকা—উন্মুক্ত কর দুর্গ দ্বার। আমি স্বয়ং যাব যবন শিবিরে

সন্ধির প্রার্থনায়। আমার অবর্ত্তমানে হে চিতোরের গৌরব-সূর্য্য, তুমিই এ দুর্গের অধীশ্বর। হে প্রাজ্ঞ প্রবীণ- তোমায় প্রণাম।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"আমি সন্ধির প্রয়াসী মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁ।"

"চিতোরের সেনাপতি বীর-কুলেন্দ্র রূপেন্দ্র সিংহের শুভেচ্ছায় বড় প্রীত—তৃপ্ত হলুম। অকারণ কেহ ধ্বংসের ডঙ্কা বাজিয়ে—ধ্বংসেরই আহ্বান করে না—বীরেন্দ্র। মোগলও সন্ধির প্রয়াসী—হিন্দু-সেনাধিশ্বর!"

"তবে বলুন—কোন সর্ত্তে সন্ধি করতে চান?"

"বিশেষ কিছু কঠোর কঠিন বা অপালনীয় সর্ত্ত নয়। কেবল আমাদের ভবিষ্যৎ ভারত-অধিশ্বরীকে সসম্মানে মোগল শিবিরে পৌছে দিতে হবে—আর আরা-দুর্গ শিখর হতে ঐ স্বরাজ পতাকা উত্তোলন করতে হবে—এইমাত্র।"

"আপনার এই সন্ধির সর্ত্ত দুটীই অতি ভীষণ ভয়াল মানুষের অপালনীয়। এ সর্ত্ত ব্যতীত অন্য যে কোন সর্ত্তে

আমি সম্মত আছি সেনাপতি। কেবল আপনার এই জীবনাপেক্ষা অধিক রক্ষণীয় সর্ত্তদ্বয় প্রত্যাহার করুন—মোগল সেনাপতি।”

“এর চেয়ে সহজ সরল সর্ত্ত আর কি থাকতে পারে—আমার কল্পনা তা আঁকড়ে উঠ্‌তে পারছে না। আমি আপনার সন্ধি সর্ত্ত পালনের জন্য প্রতিভূ চাইছি না আপনাকে বন্দী করতেও চাই না—অস্ত্র রাশি সমর্পণ করতেও বলছি না—চিতোরের স্বাধীনতাও গ্রাস করতে চাই না। কেবল ভাবী ভারতেশ্বরীকে সমর্পণ—আর আরা-দুর্গে মোগল কেতন উড্ডীন—এই মাত্র আমাদের সন্ধি সর্ত্তের বন্ধন। আরা-দুর্গের আপনিই দুর্গাধিপতি থাক্‌বেন—তবে দুর্গ রক্ষায় হিন্দু সৈন্যের পরিবর্ত্তে মোগল সৈন্য অথবা মোগল প্রতিনিধির নিয়োজিত হিন্দু সৈন্য কিংবা হিন্দু-মুসলমান উভয় সৈন্য নিয়োজিত থাকবে।”

“এর চেয়ে করাল কঠোর সর্ত্ত আর কি হতে পারে—আমার কল্পনাও তা কল্পিত করে উঠ্‌তে পারছে না। এ সন্ধি সর্ত্তে সম্মত হতে আমি অক্ষম। একটা জাতির গৌরব—দেশের সৌভাগ্য বিসর্জ্জনের সমস্যা সমাধানের একমাত্র অধিকারী—চিতোরের মহারাণা।”

“তবে মহারাণার প্রতিনিধি হয়ে কেন এসেছ হিন্দু?

সন্ধির সর্ত্তে সম্মত হবার অধিকার যখন নেই—তখন অকারণ কেন সময় নষ্ট করা—বিরক্তি সৃজন করা ?”

“এ সর্ত্তের পরিবর্ত্তে আমি অতুল অর্থ প্রদানে সম্মত আছি।”

“ভারত-সম্রাট—অর্থের কাঙ্গাল নন।”

“আমিও মহারাণার একটা সুবিশাল রাজ্যের করদ নৃপতি। আমার অফুরন্ত রত্নময় ধনাগারের এবং চিতোর রাজ-ভাণ্ডারের সমস্ত সম্পদ রাশি এ সন্ধি সর্ত্তের পরিবর্ত্তে প্রদান করছি।”

“রত্নাবলীর জনক রত্নাকর—সাগর ; মোগল সম্রাটের কণ্ঠে কণ্ঠ মালার ন্যায় শোভিত—ভারতের অগণ্য মণি-আকর তাঁর চরণ তলে লুণ্ঠিত—স্বর্গের ভাণ্ডারও দিল্লীশ্বরের ভাণ্ডারের নিকট হীন প্রভা—ম্লান আভা। আজ সেই সৃষ্টির সমস্ত সৌভাগ্য-সম্পদ-ভূষিত ভারত ভূপতিকে অর্থে প্রলুব্ধ করবার চেষ্ট—আপনার বাতুলতার পরিচয় মাত্র হিন্দু-নৃপতি।”

“এই অতুল প্রতুল বিপুল ঐশ্বর্য্য সহ আমার মহা সমৃদ্ধময় সাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করছি।”

“অর্দ্ধ এশিয়া যাঁর পাদপীঠ—সেই ভারতেশ্বর সম্রাট আকবরের নিকট ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র এক রাজ্য—তার আবার অর্দ্ধাংশ। তুচ্ছ অতি তুচ্ছ—জল বিন্দুবৎ।”

“উত্তম! সমস্ত রাজ্য সিংহাসন অর্পণ করছি—আমার স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় আপনাদের পদে বিক্রীত করছি।”

"আপনার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রাজ্যলোভে আমাদের অভিযান নয়—আমরা এসেছি ভারতের ভাবী-রাজ্ঞীর উদ্ধার-সাধনে—মোগল প্রতিষ্ঠা সংস্থাপনে! আমাদের সঙ্কল্প অনড়—অটল: স্বেচ্ছায় আপনি আমাদের সর্ত্তে সম্মত না হলে আমরা বাহুবলে আমাদের রাজ্ঞীর উদ্ধার সাধনে—আরা-দুর্গ-শিখর-শীর্ষে মোগল পতাকা উত্তোলন করবো।"

"তবে তাই হোক। এ হেয় হীন সন্ধিসর্ত্তে রাজপুত আমি—বীর আমি—একটা দেশের রাজা আমি—আমি কখনও সম্মত হতে পারি না। তবে আসি মোগল সেনাপতি—সেলাম।"

"পদমাত্র অগ্রসর হবেন না—দাঁড়ান; ঐখানে নিথর পদে দাঁড়ান। হিন্দু-সেনাপতি, আপনি কি মোগলকে শিশু জ্ঞানে সন্ধির নামে প্রলোভনে প্রলুব্ধ করতে এসেছিলেন! ভেবেছেন কি মোগল অদূরদর্শী—রাজ-নীতি অনভিজ্ঞ—একটা অপদার্থ জাতি! বাতুল আপনি—তাই এ ভ্রান্ত ধারণা আপনার। মোগল কৌশলে বা বলে—কূট নীতিতে বা যুদ্ধ বিধিতে অদূরদর্শী বা অনভিজ্ঞ হলে আজ সে কোটী কোটী ভারতবাসীর শিরোপরি অস্ত্র ঘূর্ণনে—ভারত সিংহাসন অধিকারে হিমাদ্রী সম অটলতায় তারা সাম্রাজ্য গঠিত করতে পারতো না। মোগল বুদ্ধিহীন নয় রাজা বরং বুদ্ধির সম্পূর্ণ অভাব আপনার মধ্যে দেখছি। আপনি বুঝেছেন—মোগল আক্রমণে পরাজয় আপনার

অবশ্যম্ভাবী—তাই মহারাণার সৈন্য সাহায্যের অপেক্ষার জন্য সময় অপচয় হেতু আপনার এই সুন্দর অভিনয়। অথচ আপনি বিশেষ ভাবে অবগত আছেন যে—মোগলের এ অভিযানের প্রধানোত্তম উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ ভারত-সাম্রাজ্ঞীর উদ্ধার। সে উদ্দেশ্য অপূর্ণ রেখে মোগল যে প্রত্যাবর্ত্তনে বিশ্বের অপযশ অপমান গ্রহণ করবে না, এও আপনি স্থির জানেন—তবুও আপনার এই অভিনয়। ভেবেছেন—মূর্খ মোগল আপনার এ অভিনয়ের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না—আপনার অন্তর নিহিত সঙ্কল্প জানতে পারবে না। ইতি মধ্যে সময় ক্ষয়ে চিতোর থেকে সাহায্য এসে পৌছুবে—এই উদ্দেশ্যেই আপনি এসেছিলেন! কিন্তু এ উদ্দেশ্য আপনার পূর্ণ হতে দেবো না আমি—আমি আপনাকে বন্দী করলুম চিতোর-সেনাপতি।"

দূতকে বন্দী করা—মোগল জাতির বুঝি বিধি?"

"দূত যদি সরলান্তকরণে—বিমল উদ্দেশ্য নিয়ে আসে—সে দূতকে সম্মান-সম্পুট প্রদান করতে মোগল কখনও অবজ্ঞা করে না। আর যে দূত কুটিলতা কুচক্র কু-মতলব নিয়ে আসে—তাকে বন্দী করাই মোগল বিধি। তবে আপনি সম্মানীয় বন্দী—আপনার করদ্বয় লৌহ শৃঙ্খলযুক্ত করে—সাধারণ অপরাধীদের ন্যায় বিচার করতে বা সাধারণ স্থানে আপনাকে রাখতে চাই না। আপনার সম্মানের হানিকর কোন

কিছু হবে না। ক্ষুদ্র হলেও আপনি একটা রাজ্যের রাজা—সুতরাং ভারতের রাজাই আপনার বিচার করবেন—বর্ত্তমানে আপনি কেবল নজরবন্দী হইলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ—মেদুর খাঁ।"

"জনাব।"

"এই বন্দীকে অক্ষত অঙ্গে এবং সম্মানে দিল্লী নিয়ে যাবার ভারার্পণ তোমাকে করলুম।"

"বন্দী কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত অধিকার পাবে?"

"স্বাধীন রাজার সম-সম্মানে বন্দীকে দিল্লী নিয়ে যাবে।"

"আর সহকারী সেনাপতি মজিদ মিঞাকে এই মুহূর্ত্তে আর দুর্গ আক্রমণের আমার আদেশ জানাও। সমূলে ঐ দুর্গকে পাথরের বুক থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া চাই-ই কামানের অনল উদ্গীরণে কাফেরের বীর দর্প—জাতির গর্ব্ব ভস্ম করা চাই-ই। যাও মেদুর খাঁ—উড়াও রক্ত পতাকা সুনীল অম্বরে—উঠুক অস্ত্র ঝন্ ঝনা মেঘ আরাবে- বাজুক মোগলের রণ-ভেরী—ভোঁ—ভোঁ—রবে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"না—না, আমার মন বল্‌ছে—সেনাপতি রূপেন্দ্র সিংহ বন্দী—মোগল-কটক মধ্যে একাকী নিঃসহায় অবস্থায় বন্দী!"

বৃদ্ধ সুপতি সিংহের বাক্যে সমবেত সৈন্য মণ্ডলীর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তরঞ্জিত হইয়া উঠিল। এক সাহসী তেজস্বী সৈনিক গর্জ্জন ভাবে বলিয়া উঠিল,—

"তাহলে আদেশ করুন—আমরা সকলে মরণের কল্লোলিত বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজপুত জাতির বৈশিষ্ট্য ও বীরত্ব রক্ষা করি।"

"অপেক্ষা—আরও একটু অপেক্ষা। এখনও আশা আছে—এখনও এক একবার আশা বল্‌ছে—'তোমার মন যা বল্‌ছে—তা মিথ্যা ও তো হতে পারে'—তাই আরও একটু অপেক্ষা।"

সুপতি সিংহের কণ্ঠ ধ্বনি নিঃশব্দিত না হইতেই মোগলের জয়নাদে পর্ব্বত কাঁপিল—কামান গর্জ্জনে জীবকুল শিহরিল—রণ-ভেরীর রব—জাগরণের গান গাহিল।

আর্ত্তনাদ সম কণ্ঠে সুপতি সিংহ বলিয়া উঠিলেন,—

"বৃথা—বৃথা আশা—ভ্রান্ত নয় মনের কথা আমার। ঐ—ঐ গগন বিমান কম্পনে ঐ গর্জ্জে মোগলের কামান। এই মুহূর্ত্তে

যবনের ঐ কালানলে ভস্ম হবে রাজপুতের বীরত্বের পূণ্য ভূমি—এই আরা-দুর্গ! হেয় হীন পশুর মত—নিষ্প্রাণ জীবের মতন—আবদ্ধ ছাগের মত—অকারণ মোগলের আগ্নেয়াস্ত্রে জীবন দেওয়া অপেক্ষা—মোগল নিধনে জীবনার্পণে একাধারে স্বর্গ ও গৌরব লাভ হবে। এই পূণ্যভূমি রক্ষার জন্য অপূর্ব্ব এই আত্ম-অর্পণে জগতের ইতিহাস পুলকে পুলকাঞ্চিত হয়ে উঠবে! তাই বলি, হে দেশোজ্জ্বলকারী সৈন্যদল—শত্রু দলনে জেগে ওঠো—ক্ষেপে ওঠো—মেতে ওঠো—গর্জ্জে ওঠো সব। খোল দুর্গ দ্বার—মুক্ত দ্বারে ছোট সব মদমত্ত বারণ সম—ঐ আগ্নেয়াস্ত্রের মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হয় কামান দখল—না হয় প্রাণার্পণ কর।"

দ্বিসহস্র রাজপুতবীরের তরবারী এক সঙ্গে শূন্যে উত্থিত হইল—এক সঙ্গে সম স্বরে ধ্বনিত হইল—"ভারত মাতাজীকো বন্দে।"

সহসা পশ্চাৎ হইতে কোমল—অতি কোমল অথচ উচ্চ কণ্ঠে কে ডাকিল,—"বৃদ্ধ-সেনানী।"

সুপতি সিংহ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন—নিখিলা বালা! বিস্ময়োচ্ছ্বসিত স্বরে সুপতি সিংহ বলিয়া উঠিলেন,—"কেও—মা!"

তারপর সৈন্য-দলের প্রতি দৃষ্টিপাতে বলিলেন,—

"সৈন্যগণ, চেয়ে দেখ এই নারীর প্রতি, মনে রেখো—এই

নারী তোমাদের জননী—তোমাদেরই দেশের রমণী! মনে করো—এই রমণীই তোমাদের আজিকার অভিযানের রণদেবী।"

আবার জয়োল্লাসে পর্ব্বত মহানাদে শব্দিত হইয়া উঠিল—সে মহাকলরোল নিঃশব্দিত হইলে নিখিলা ডাকিল,—

"সেনানী।"

"মা।"

"ক্ষুদ্রা নারী আমি—আমার জন্য কেন অকারণ এই হাজার হাজার বীরের জীবন অবসান হবে! নারীর জন্য আরা-দুর্গে নর রক্তের প্রবাহ ছুটিও না—আমায় মোগল করে অর্পণ কর—এ মহা লোকক্ষয়কর যুদ্ধের অবসান হোক। আমার পরমোপকারী, পরমহিতৈষী দেশের আশা ভরসার কনক-দেউটী সেনাপতি রূপেন্দ্র সিংহ মুক্ত হোন—আবার শান্তির অমল হাস্য-সুধায় ধরা অভিসিক্ত হোক।"

"হাঁ—মা, তোমায় মোগল শিবিরে যেতেই হবে! তবে এখন নয় মা—একটু আর একটু অপেক্ষা কর। আমাদের আগে একে একে মরতে দাও—তারপর তোমায় আর মোগলের কাছে যেতে হবে না—মোগলই তোমায় সন্ধান করে নিয়ে যাবে। তুমি এখন রাজপুতের আশ্রিতা—রাজপুত তো স্বেচ্ছায় তোমায় পরিত্যাগ করবে না! তোমায় আমরা কেউ 'মা' কেউ 'বোন' বলেছি—রাজপুত সজ্ঞানে 'মা বোন'কে মোগল

তো দূরের কথা—অসবর্ণ হিন্দুর হাতেও তো তুলে দিতে পারে না। তাই বলি, আমরা প্রাণযুক্ত দেহে তোমায় মোগল করে সমর্পণ করবো না—মোগলও তোমায় গ্রহণ করবেই। বিশহাজার মোগলের হাতে ছাগের ন্যায় বলি হওয়া অপেক্ষা—বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে—তরবারী হাতে নিয়ে—শোণিতের চন্দন মেখে মৃত্যুই বীরের বাঞ্ছনীয়; আমরা সেই বাঞ্ছনীয় মৃত্যু বরণে চলেছি। পশ্চাতে আহ্বান করে—অমঙ্গল করো না। যাও মা—রাজপুতের মেয়ে যদি হও—তবে তোমার জন্য এই হাজার হাজার বীরের জীবন দানের কথা স্মরণ রেখে কাজ করো।—সৈন্যগণ, খোল লৌহ বেষ্টনী বেষ্টিত—দুর্গের প্রধান দ্বার।"

ঘড় ঘড় নাদে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল—উত্তাল উর্ম্মির উন্মাদ উচ্ছাসের ন্যায় রাজপুত-বাহিনী কোষোন্মুক্ত করবাল করে—বহির্গত হইয়া অকম্প্য বক্ষে মোগল-সৈন্য-সাগর গর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এ অপ্রত্যাশিত আক্রমণে, মোগলবাহিনী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। মুনিম খাঁ বা তদীয় সহকারী মজিদ খাঁ, রাজপুতের সহসা এই অকল্পনীয় আক্রমণে চমকিত হইলেন। মুনিম খাঁ কল্পনাতেও ভাবেন নাই যে—সত্যই রাজপুত তাঁহাদের আক্রমণে অগ্রসর বা সাহসী হইবে। বিংশ সহস্র আগ্নেয়াস্ত্রধারী সবল সুশিক্ষিত মোগলবাহিনীকে যে—আগ্নেয়াস্ত্রহীন দ্বিসহস্র রাজপুত

সত্যই আক্রমণে অগ্রসর হবে—এ কল্পনা মুনিম খাঁর অন্তরে এক লহমার জন্যও উদিত হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁর ধারণা ছিল—ভারতবর্ষীয় সৈন্যদল তাহাদের নৃপতির ব সেনাপতির মৃত্যুতে কিম্বা বন্দীত্বে রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে থাকে। আজ তাঁর সেই কল্পনা—সেই ধারণা সহসা একেবারে চূর্ণীকৃত হওয়ায় —তিনি ক্ষণিকের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মুনিম খাঁ বিস্ময়োৎক্ষিপ্ত অন্তরে—বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন,—সেই মরণের সম্মুখীনবর্ত্তী দুহাজার রাজপুত যোদ্ধার কাহারও নয়নে বদনে নিরাশার আঁধার বা বিষাদের কালিমা নাই। বরং তীর্থযাত্রীর ন্যায় তাহাদের সকলের নয়নে বদনে বিমল হাসি—নির্ম্মল শোভা সুরঞ্জিত—সুবিকশিত। মুনিম খাঁ আরও বিস্মিত হইলেন। তাঁহার নেত্র পথে দেশ ভক্তির এ প্লাবন ধারার প্রবাহ—এ অভাবা অদেখা চিত্র—এ কল্পলোকাতীত ত্যাগোজ্জল দৃশ্য প্রকটিত হইয়া তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তাঁহার কণ্ঠে ধ্বংসের ধ্বনি নিনাদিত হইল না। সেনাপতি নীরব—নির্ব্বাক—নিষ্কম্প।

মোগলসেনানী পূর্ব্বাহ্নে সহকারী সেনাপতির নিকট সুসজ্জিত হওয়ার আদেশ প্রাপ্তি স্বত্ত্বেও—রাজপুত কখনও তাহাদের আক্রমণে সাহসী হইবে না, এই বিবেচনায় কেবল মাত্র সেনাপতির আদেশের জন্য অস্ত্র ঝুলাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া

পরস্পরে গল্পারম্ভ ও কথারম্ভ করিয়াছিল। দু-একটা কামান দাগিয়া—দু-একবার বাদ্‌শার জয়ধ্বনি দিয়া সকলে ভাবিয়াছিল, দুর্গ ফতে হইবে। কিন্তু যখন দুর্গ ফতে হওয়া দূরের কথা—দুর্গ হতে একটা প্রবল প্লাবনোচ্ছাস বহির্গত হইয়া তাহাদের কঠোর বক্ষ ও কঠিন অস্ত্রের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—তখন সত্যই সমগ্র মোগলবাহিনী হতভম্ব হইয়া পড়িল। এই সুযোগ ও সুবিধায় রাজপুতও সবেগে মোগলবাহিনী দলিত মথিত করিতে লাগিল। মোগলের তখন চৈতন্য হইল। কিন্তু তখন রাজপুত তাহাদের টিপিয়া রহিয়াছে—সুতরাং তাহারা আর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অবসর বা স্থান পাইল না। তরবারীতে তরবারীতে উভয়ে উভয়কে আহত—নিহত করিতে লাগিল।

অযথা মোগল সৈন্য বিনাশ হইতে দেখিয়া, সেনাপতির অন্তরের ভাবোচ্ছাস শুষ্ক হইল। কঠিনকণ্ঠে সেনাপতি ডাকিলেন, "মজিদ খাঁ!"

"আদেশ করুন সেনাপতি!"

"দেখেছ মজিদ?"

"কি?"

"রাজপুতের স্পর্দ্ধা!"

"দেখেছি।"

"তবে নীরব কেন? এই মুহূর্ত্তে ঐ স্পর্দ্ধা বিলীন করে

দাও। যাও—শত্রুর পশ্চাতভাগ আক্রমণ কর। আমি যে পার্শ্বে ঐ বৃদ্ধ-বীর মহা মহীরুহের অটলতায়—কালের করালতায় মোগলবাহিনী ধ্বংস করছে—সেই পার্শ্ব আক্রমণে চল্লুম।”

সত্যই বৃদ্ধ সুপতি সিংহ যেন পাগল প্রমথেশের ন্যায় প্রমত্ত বিক্রমে শত্রুদলের সংহার সাধন করিতেছিলেন। বৃদ্ধের অসীম বীরত্ব—সাহস ও শক্তি নিরীক্ষণে শত্রু অন্তর দমিত—মিত্র বক্ষ পুলকিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধের বীরত্ব-বিমুগ্ধ সেনাপতি ডাকিলেন,—

“বৃদ্ধ-বীর।”

“কেও—মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁ! এস এস মোগল বীর, আমি তোমারই অনুসন্ধান করছিলুম।”

“কারণ?”

“কারণ—তোমার হাতে মরতে।”

“আশ্চর্য্য! কেউ কারও হাতে মরবার জন্য—নির্দ্দিষ্ট মানুষের অন্বেষণ করে—এ বড় অদ্ভুত কথা।”

“অদ্ভুত নয়—এ অতি সহজ কথা। বীর চায়—বীরের মতন মরণ। বীরের মরণের উপকরণ সবই বিধি কৃপায় পেয়েছি—পাই নাই কেবল একটী উপকরণ! শত বীরের দেশ-প্রেম পূর্ণ বক্ষের গাঢ় শোণিতে—এই আরা-দুর্গের প্রতি প্রস্তরখানি অভিসিঞ্চিত—পূত-পবিত্রতা প্লাবিত। এই আরা-দুর্গেই আমিও কত শত বার এই দেহের রক্ত হর্ষোচ্ছ্বাসে ঢেলে

দিয়ে দেশ-মাতৃকার পূজা করেছি; যৌবনে এখানে দিয়েছি শোণিত—আর আজ এই বার্দ্ধক্যে এখানে দেব জীবন। এ গৌরবে অন্তর আমার আনন্দ আলোড়নে আলোড়িত হয়ে উঠছে। বীরের প্রার্থনীয়—শত্রু-শবের শয্যায় শয়ন, বীরের কামনীয়—অস্ত্র উপাধান; বীরের বরণীয়—রণাঙ্গনে মরণ, সে সকলই আমি পেয়েছি—পাই নাই কেবল একজন বীর—যার প্রহরণ আমার মৃত্যুকে সার্থকতায় সফলতায় পরিপূর্ণ করে তুলে—বীরকে গৌরবের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্বর্ণাসনে বসিয়ে দেয়। সেই উপকরণের অভাব এই অন্তিমে বড়ই অনুভব করছিলুম—তাই সেই উপকরণের সন্ধান করছিলুম সেনাপতি। তুমিই আমার সেই উপকরণ—তাই তোমার দর্শনে অন্তর আমার উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। এস বীর—কর আক্রমণ—দাও আমায় বীরের গৌরব পূর্ণ পুণ্য মরণ।”

কিন্তু ভারত-সেনাপতি তো—ঘাতক নয় রাজপুত বীর! লোলবক্ষ—শিথিল চর্ম্ম—ক্ষতাঙ্গ তুমি—তোমায় যুদ্ধে আক্রমণে নিধন করা—ঘাতকেরই কার্য্য। কিন্তু মুসলমান এত অনুদার বা হীনান্তকরণ নয় হিন্দু-বীর। মোগল—গজনী বা তৈমুর—চেঙ্গিস বা নাদিরের মত শুধু ভারতের শোণিত শোষণে—ভারতের ধন সম্পদে স্বীয় দেশকে সমৃদ্ধ করণে এই মহাদেশ ভরতে আসে নাই; মোগল এসেছে সৌহার্দ্দ্য সম্প্রীতিতে হিন্দু

মুসলমানকে একতার সূত্রে আবদ্ধ করে—এশিয়া খণ্ডে একটা মহতী সাম্রাজ্য সংগঠনে। সে তোমার ন্যায় দুর্ব্বল শোণিতহীন সজীবতাহীন লোলচর্ম্মাবৃত বৃদ্ধকে ঘাতকের প্রবৃত্তিতে হত্যা করতে আসে নাই—বৃদ্ধ-বীর।"

"প্রতিদ্বন্দ্বী -সবল কি দুর্ব্বল বিচার না করে প্রতিদ্বন্দ্বীর রণ-আহ্বানে অগ্রসর হওয়াই বীর ধর্ম্ম।"

"শিশু যদি তার ক্ষুদ্র হস্তে তীক্ষ্ণতা হীন ক্ষুদ্র তরবারী আস্ফালনে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বান করে—তাহলে সেই শিশুর আহ্বানে অগ্রসরে শিশু জীবন বিনষ্ট করাও কি আপনার বিধানে বীর-ধর্ম্ম—বীর ?"

সুপতি সিংহ সহসা কোন উত্তর না পাইয়া নিরুত্তরে—উত্তর অনুসন্ধানে নিমগ্ন হইলেন। এমন সময়ে সহস্র শত রাজপুত বিনাশী মজিদ আসিয়া গর্ব্ব দীপ্তিতে সেনাপতিকে কুর্ণিশে কহিলেন,—

"সেনাপতি, আমরা জয়ী হয়েছি— আর শতাধিক মাত্র রাজপুত অবশিষ্ট। তাদের অস্ত্র ত্যাগের আদেশ জানাই কিন্তু তথাপি তারা অস্ত্র ত্যাগ বা রণস্থল ত্যাগ করে নাই। তবুও আমি তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে- তাদের হত্যায় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছি।"

"ঠিক কাজই করেছ বীরেন্দ্র। আমি তোমার এ ধীর

বুদ্ধির বিশেষ ভাবে প্রশংসা করছি। এখন অবিলম্বে আরা-দুর্গে প্রবেশ কর—যদি দুর্গদ্বার উন্মুক্ত না পাও—দুর্গ প্রাচীর কামানে বিদীর্ণ করতঃ প্রবেশ কর।”

“না—না—না—দাঁড়াও, দাঁড়াও সহকারী মোগল সেনাপতি। আমি জীবিত থাক্‌তে ও কঠিন কঠোর আদেশ দিও না ভারত-সেনাপতি—আমি মিনতি করছি। আমার মিনতি অবজ্ঞায় আমায় মরণাধিক যন্ত্রণায় তাপিত করে তুলো না—মোগলসেনানী। পুণ্য মন্দির সম যুগের কীর্ত্তির স্বর্ণচূড়া সম ঐ দুর্গ—আমার চক্ষের সমক্ষে মোগল আগ্নেয়াস্ত্রে চূর্ণিত হবে—এ দৃশ্য—এ বৃদ্ধের নয়ন দেখতে পারবে না অন্ধ হয়ে যাবে—বুকটা চূর্ণ হবে শোণিত উদ্গীরিত হবে। করুণার কণাও যদি থাকে বীর অন্তরে তোমার তবে ঐ দুর্গ অঙ্গে আঘাতের পূর্ব্বে আমায় আক্রমণ কর—না হয় আমায় সংহার কর। দাও—আমায় শুধু এই ভিক্ষা টুকু দাও—ভারত-সেনাপতি।”

“উত্তম। মজিদ খাঁ, এই বৃদ্ধ-বীরকে আক্রমণ কর।”

বল দর্পিত—শক্তিগর্ব্বিত মজিদ বৃদ্ধকে অবজ্ঞা ভরে—শিথিল করে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধের প্রথম প্রতি আক্রমণেই মজিদ আতঙ্কিত অন্তরে বৃদ্ধের লক্ষ্যস্থান হতে অশ্ব অপসারণে কঠিন করে কৃপাণ ধারণে আবার অগ্রসর হইয়া আক্রমণ

করিলেন। এক দিকে সবল সুস্থ অক্ষত অঙ্গ জ্যোতি-দীপ্ত নেত্র যুবক অন্যদিকে এক দুর্ব্বল শিথিল চর্ম্মধারী ক্ষতাঙ্গ বৃদ্ধ। এ অপূর্ব্ব দ্বৈরথ সমর সংঘর্ষণ শত্রুও অবাকে অপলকে দেখিতে লাগিল। সেনাপতি মুনিমও প্রশংসাপূর্ণ চিত্তে—পুলক পুলকিত নেত্রে এ অভিনব যুদ্ধ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। পুলকোচ্ছাসিত কণ্ঠে সেনাপতি মুনিম খাঁ বলিয়া উঠিলেন,—

"সাবাস—সাবাস হিন্দু-বীর! এ বীরত্ব—বীর মাত্রেরই আদর্শনীয়। এ মহান মহীয়ান আদর্শ এমন ভাবে অযথা ধরিত্রীর বক্ষ হতে উৎপাটনে বসুধাকে গৌরবহীনা করতে চাই না। হে বীর, ক্ষান্ত হও রণে—অস্ত্র কর সম্বরণ। আমি আমার মাথার ভারত-সেনাপতির পরিচয় জ্ঞাপক—সম্পদ ও সম্মানের অবদানময় শিরস্ত্রাণ স্বেচ্ছায় সানন্দে স্বগর্ব্বে স্বকরে তোমার শিরে তুলে দিচ্ছি—বিনিময়ে এ কাল দ্বৈরথ সমর হতে ক্ষান্ত হও—বীর-কুলমণি।"

"আশা আকাঙ্ক্ষা এ বৃদ্ধের অন্তরকে আর কোন আলোড়ন বিলোড়নে উদ্বেলিত করতে পারে না। বৃদ্ধ কেবল চায় পরকাল—খোঁজে পরকালের পথ—তাই সে চায় ধর্ম্মের শ্যামল ছায়ায়—কর্ত্তব্যের বিমল আভায় অঙ্গ আবরিত করতে। এর বিনিময়ে সে চায় না রাজ্যধন—জীবন সিংহাসন—সম্পদ সম্মান। বীর আমি—বৃদ্ধ আমি, আমার ধর্ম্ম—আমার কর্ত্তব্য

কর্ম্ম সম্পাদনে—দেশ মায়ের পদে শোণিত অর্পণে—আমি চাই গৌরব-গর্ব্ব-মণ্ডিত আদর্শময় মহান মরণ! মজিদ খাঁ, আত্মরক্ষায় কর প্রহরণ উত্তোলন।"

অবিরাম শোণিত মোক্ষণে ক্লান্ত—শ্রান্ত—আহত বৃদ্ধের দৃষ্টি ও মুষ্টি উভয়ই জ্যোতি ও শক্তিহারা হইল। মহান কর্ম্মী মহৎ বীর, মহতী মানব, রাজপুত রক্ত-রবি অস্তাচলে নিমজ্জিত হইলেন!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

"আসমুদ্র হিমাদ্রীব্যাপী মহাসাম্রাজ্যাধিপতি দিল্লীশ্বর আকবর শাহ প্রদত্ত রাঠোর-দুহিতা মমতাজ নাম—অবজ্ঞায় অবহেলায় পরিত্যাগে—আমি তোমাদেরই গুরু—নায়ক—শিক্ষক, তোমাদেরই সেনাপতি—প্রভু—পালক; তোমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা—ভরসা, তোমাদেরই দেশের রাজা রূপেন্দ্র সিংহের প্রদত্ত—রাজপুতের মেয়ে নিখিলা বালা নাম সানন্দে—সহর্ষে—সগর্ব্বে—দেব-উপাধি সম শিরে ধারণ করেছি, তা বোধহয় তোমরা অনবগত নও রাজপুত-বৃন্দ।"

"আমরা তা জানি—জানি বলেই আমরা তোমায় প্রীতির পুষ্পে পূজা করি।"

"তা যদি কর—তাহলে সে পূজা আন্তরিক কিনা আজ আমায় তার পরীক্ষা দাও! জান যদি—তবে আজ বিপন্না রাজপুতের মেয়েকে যবন-কর-কবল হতে অমূল্য জ্যোতিতে—অক্ষুন্ন গৌরব-দীপ্তিতে রক্ষা কর। তবে রাজপুতের মেয়ের কল্পনাতীত কালের পুণ্য ব্রত—পবিত্র প্রথার উদযাপনে সহায় হও—সাহায্য কর।"

"আদেশ কর রাজপুতের মেয়ে। রক্তে অথবা শিরে তোমার আদেশ হাস্যভরা নয়নে—পুলকপূর্ণ প্রাণে পালন করবো।"

"তোমরা কয়জন দুর্গ রক্ষায় নিযুক্ত আছ?"

"মাত্র পঁচিশ জন।"

"যথেষ্ট। তাহলে তোমাদের অগ্নিপ্রজ্জ্বলনের কাষ্ঠ ও শয়নের পালঙ্ক দিয়ে এইখানে এক চিতা এই মুহূর্তে রচিত কর। ঐ—ঐ—আবার অনিবার কামান নিনাদ—এই দণ্ডে দুর্গ প্রাচীর প্রস্তর অঙ্গে লুটীয়ে পড়বে—তখন আর জহরব্রত পূর্ণ হবে না। যাও—শীঘ্র যাও—রাজপুতের মেয়ের চির দিপ্তীময়ী চির বিস্ময়ময়ী জহর-ব্রত পূর্ণ কর।"

"শোণিতের সবটুকু দিয়েও তোমার ব্রত উদ্‌যাপনের চেষ্টা করবো দেবী।"

—রাঠোর-দুহি তা মমতাজ—

রাজপুতের মেয়ের মান মর্য্যাদা রক্ষায় রাজপুত কাষ্ঠ ও ঘৃত আনয়নে প্রস্থানোদ্যত হইল! এমন সময়ে দুর্গ প্রাচীরের একটু অংশ মোগল কামানাঘাতে ভঙ্গকলেবরে ভূমে পতিত হইল নিরুদ্ধ গতিতে—নিরাশ ব্যঞ্জককণ্ঠে জনৈক সেনানী কহিল,—

"আর বুঝি তোমার ব্রত-উদ্‌যাপন হলো না রাজপুতের মেয়ে। ঐ দেখ—যবন কালানলে ঐ দুর্গ প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে—আর ব্রত উদ্‌যাপনের সময় নাই।"

তপ্ত দীপ্ত কণ্ঠে রাজপুতের মেয়ে নিখিলা বলিলেন—

"নিরাশ হও কেন বীর? তোমরা পঁচিশজনের পাঁচজন যাও আমার ব্রত উপকরণ আনয়নে—আর কুড়িজন একের পর এক ঐ ভগ্ন প্রাচীর অঙ্গের অভাব সম্পূরণে—দাঁড়াও প্রাচীর অঙ্গে অঙ্গ মিশিয়ে।"

"বেশ তাই হবে দেবী!"

পাঁচজন রাজপুত বিদ্যুত ঝলকবৎ রাজপুতের মেয়ের কাষ্ঠাদি আনয়নে ছুটিল। বক্রী কুড়িজনের দুজন দাঁড়াইল প্রাচীরের ভগ্ন অংশে প্রাচীরের প্রলেপ স্বরূপ—অষ্টাদশ জন মরণ বরণে অপেক্ষায় রহিল। আবার মোগলের কামান গর্জ্জিল—প্রাচীর-রূপী দুইজন রাজপুতও প্রাচীরের ন্যায় ভূ-পৃষ্ঠে ভস্ম দগ্ধ কৃষ্ণ অঙ্গে লুটাইল—আবার দুইজন শূন্য স্থান পূর্ণ করিল।

—রাঠোর-দুহিতা মমতাজ—

চিতার আবশ্যকীয় কাষ্ঠের কতকাংশ বহনে পঞ্চরাজপুত প্রত্যাবর্ত্তন করিল—দুইজন চিতা রচনায় নিযুক্ত হইল—দুইজন আরও কাষ্ঠাদি আনয়ণে প্রস্থান করিল। কিন্তু রাজপুতের মেয়ের জহর-ব্রতের দেবতা—চিতার মূর্ত্তি গড়তে না গড়তে এক সঙ্গে শত কামান সপ্ত জলধি-জল-গর্জ্জন বিমন্থনে গর্জ্জিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে দুর্গপ্রাচীরের এক পার্শ্ব চূর্ণিত হইয়া প্রস্তরোপরি লুণ্ঠিত হইল। মরণ অপেক্ষিত রাজপুত বীরগণও এক সঙ্গে দগ্ধিত কলেবরে প্রাচীর-স্তূপ সহ ভূ-পতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক কালীন শত মোগল দুর্গ মধ্যে শাণিত কৃপাণ ও করাল হস্তধারক অগ্নি-অস্ত্র সহ প্রবেশ করিল—সর্ব্বাগ্রে মজিদ খাঁ। চিতা-রচক ও কাষ্ঠ-বাহক রাজপুত পঞ্চও মোগল করে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রাজপুতের মেয়ে সহসা সশস্ত্রে মোগল কুলের আবির্ভাবে বুদ্ধি বিকলা হইলেন। যখন তাঁর বিকৃত বুদ্ধি চৈতন্য পথে আসিল—তখন নিখিলা দেখিলেন—তিনি তরবারীর বেষ্টনীতে বন্দিনী। একখানির পর আর একখানি তরবারী সংলগ্নিত হয়ে, ঠিক যেন একটা লৌহের বেষ্টনীতে তাঁহাকে আবদ্ধা করেছে।

গর্ব্ব-স্ফুরিত স্বরে মজিদ মিঞা বলিলেন,—

"রাঠোর-দুহিতা মমতাজ, আপনি আমাদের বন্দিনী! তবে আপনি যদি পলায়ণে বা আত্মপ্রাণ বিনাশনে কোন পন্থা

উদ্ভাবন অথবা অশান্তির সৃষ্টিকারক কোন কার্য্য না করেন তাহলে ভাবী-ভারতেশ্বরীর সম্মান আপনাকে প্রদত্ত হবে।”

তদ্রূপ কণ্ঠে নিখিলা বালা কহিলেন,—

“রাঠোর-দুহিতা মমতাজ, যবনের বন্দিনী হতে পারে—কিন্তু রাজপুতের মেয়ে নিখিলা বালা কারও বন্দিনী নয়—কারও বন্দিনী হবেও না। দাম্ভিক মোগল, ভেবেছ কি অস্ত্র আবেষ্টনীতে বন্দিনী করবে—বীরত্বের সেবিকা বীর-ব্রত উদ্‌যাপিকা রাজপুতের মেয়েকে? বাতুল তুমি—তাই এ বাতুল সম দুরাশায় হৃদয়ে তুমি করেছ পোষণ। এই দেখ উদ্ধত আমার করের করাঙ্গুলীতে বিষ পূর্ণ এই অঙ্গুরী—এই মুহূর্তে, এই দণ্ডে তোমার অস্ত্র বেষ্টনীর মধ্যে দেহটা ফেলে রেখে আমি শূন্যে—মহা শূন্যে চলে যেতে পারি। যেখানে একদিন তোমাকে—তোমাদের সম্রাটকেও অশ্রু বেদনার হা হুতাশ নিয়ে যেতে হবে—আর্ত্ত ব্যাথায় হাহাকার করতে হবে। কিন্তু আমি তা যাব না। জহরব্রত যখন উদ্‌যাপন করা হলো না—তখন একবার সম্রাটকে তীব্র কষাঘাতে জর্জ্জরিত করে তাঁর অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়ে—তাঁর নিপীড়নের শোচনীয় দৃশ্য তাঁরই সজাগ সু-দীপ্ত নেত্রেপথে ধারণে—শিরে তাঁর অভিশাপ উদ্গীরণে এ দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করবো। চল—মোগল, আমি তোমাদের বন্দীত্ব স্বীকার করলুম। কিন্তু সে মুহূর্তে তোমার উক্তির

ব্যতিক্রম দেখবো—সেই মুহূর্ত্তে জেন যবন, আমি আর তোমার বন্দিনী নই—পরপারের যাত্রিনী।”

“তবে হিন্দু-নারী, আমার অন্তরের অনাবিল শ্রদ্ধায় অভিসিঞ্চিত শত সম্মান ও শ্রদ্ধা-সম্পূরিত অভিবাদন গ্রহণ কর।”

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সহকারী মজিদ খাঁ, তোমার বীরত্ব প্রশংসনীয়। তোমারই বাহুবলে আরা-দুর্গ অধিকৃত—তোমারই নিপুণ কৌশলে অক্ষত অঙ্গে ভাবী-ভারতেশ্বরী বন্দিনী। তোমার এ কর্ম্মপটুতার ও প্রভুভক্তির পুরস্কার স্বরূপ—সম্রাট প্রতিনিধির অধিকারে আমি তোমায় আরা-দুর্গের স্বামীত্ব প্রদান করলুম।”

প্রধান সেনাপতি মুনিম খাঁর মুখনিঃসৃত বাক্য সু-সম্পূর্ণ না হইতেই—এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রাজপুতের কলঙ্ক মূর্ত্তি—দেবীরাও অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

“আমার সঙ্গে সর্ত্তের কথা বিস্মৃত হবেন না সেনাপতি।”

“না—সে সর্ত্ত বিস্মৃত হই নাই—হবোও না—সে সর্ত্ত বিস্মৃত হবারও নয়।”

“এ আপনার কৌতুক হলেও বড় নির্ম্মম এ কৌতুক আপনার।”

সম্রাট-সম-পূজিত ভারত-সেনাপতির কৌতুকের সঙ্গী এক নগণ্য সেনানী হতে পারে না এ কথা তুমিও বিস্মৃত হয়ো না রাজপুত।"

"তবে—এ কি ?"

"এ রাজভক্ত কর্ম্মবীরের পুরস্কার।"

"কিন্তু যে পুরস্কারে আপনি এই মোগল বীরকে পুরস্কৃত করেছেন, সে পুরস্কার ন্যায়তঃ আমার প্রাপ্য। কারণ—আমি যদি জীবন তুচ্ছে—মোগল বেশে—মোগল শিবিরে প্রবেশে ভাবী-ভারতেশ্বরীর সন্ধান—দুর্গের সৈন্য সংখ্যার নিরূপণ ও গুপ্ত-পথের সংবাদ জ্ঞাপন না করতুম—তাহলে বিশ হাজারি কেন সেনাপতি—বিশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে এলেও এ দুর্গ জয় করতে পারতেন না। এ অম্বর-স্পর্শনেচ্ছুক পর্ব্বত আরোহণের পূর্ব্বেই লক্ষ লক্ষ সৈন্য পাষাণ অঙ্গে শয়নে-শমন ভবনে চলে যেত। আজ দুর্গের দ্বার সম্মুখে উপনীত হতে পেরেছেন বলেই—আপনারা জয়ী হয়েছেন। সুতরাং এ জয়ের পুরস্কার ন্যায়ত আমারই এবং এ পুরস্কার প্রদানে আপনি প্রতিশ্রুতিও হন। আর এই প্রতিশ্রুতির ওপর স্বচ্ছ শুভ্র সরল বিশ্বাস স্থাপনে আপনাদের এ দুর্গের সীমানায় এনেছি।"

"হাঁ—এমনি একদিন এই হিন্দুস্থানের একজন স্বাধীন অধীশ্বর—এমনি এক সত্ত্বে সর্ব্বপ্রথমে পাঠানকে ভারত-ভূমে

আহ্বান করেন—স্বেচ্ছায় ভারতের স্বাধীনতা দেশের সমৃদ্ধ সম্পদ—জাতির সূর্যোজ্জ্বল কীর্তিরাশি পাঠানকে সমর্পণ করেন। যখন সেই রাজা পাঠানপতির নিকট সর্ত্তানুযায়ী পুরস্কারপ্রার্থী হন তখন পাঠান-স্বামী তরবারীর আঘাতে সে পুরস্কার প্রদান করেছিলেন।"

"নামোল্লেখ না করলেও বুঝেছি সেনাপতি, ভারতের প্রথম মুসলমান আহ্বানকারী কে সে রাজা। কিন্তু উপকারী কান্যকুব্জাধিপতি জয়চাঁদকে—যাঁর উদারতা মহত্ত্বতা ও বীরত্ব সুদূর দেশের পাঠানকে অনন্ত রত্নের আকর—কমলার অফুরন্ত ধনৈশ্বর্য্যের আগার ভারত-সিংহাসনে বসিয়েছিল সেই মহান উপকারীর প্রত্যুপকার বিস্মরণে উপকারীকে পৈশাচিকতায় হত্যা করা সম্রাট কুতবউদ্দীনের অতি নিষ্ঠুর কাজ হয়েছিল!"

"আপনি জয়চাঁদকে উদার অত্যুদার আর সম্রাট কুতব-উদ্দীনকে সয়তান বল্লেও ভারত কিন্তু বিপরীত কথা বলে। ভারত ভাবে—জয়চাঁদ সয়তান তাই পাপাচারী দেশ অরির উপযুক্ত, শাস্তিদাতা কুতবউদ্দীনকে মহান নামে অভিভাষণ করে। পুরস্কার প্রার্থী জয়চাঁদকে আপনার প্রদত্ত সয়তান উপাধিধারী স্বর্গীয় পাঠান সম্রাট কুতবউদ্দীন প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন,—

"যে তুচ্ছ মনোমালিন্য হেতুঃ—স্বরাজ স্বাধীনতা, বিদেশীয় করে ডালি দিতে পারে—সে স্বর্গ অপেক্ষা গরীয়ান মহীয়ান

জন্মভূমিকে পাঠান-পদে সমর্পণ করতে পারে—সেই হিংস্রক জীব অপেক্ষা ভীষণ ভয়াবহ নর-সয়তান—স্বাধীন ভাবে জনসমাজে বিচরণ করলে—মানব সমাজে আরও সয়তান সৃষ্টির সম্ভাবনা। সয়তান যদি সুখ সম্পদ সম্মানে ভূষিত হয়—তাহলে স্রষ্টার সৃষ্টি সাগর-সলিল-সমাধিস্থ হবে।”

সম্রাটের এ উক্তি সকলেই সানন্দে অনুমোদন করেছিল আমিও আজ উন্মুক্ত অন্তরে স্বর্গীয় সম্রাটের এ সত্য উক্তি অনুমোদন করছি—আমিও তোমায় এই উত্তরই প্রদান করছি। তবে তিনি তরবারীতে পুরস্কার প্রদান করেছিলেন—আমি ত না করে—তোমায় আজীবনের জন্য লৌহ-শৃঙ্খল পুরস্কার প্রদান করছি। সেনাপতি মজিদ খাঁ, বন্দীকর এইমুহূর্তে এই নরাধম সয়তানকে।”

বিংশ পরিচ্ছেদ

“যুবরাজ সেলিম।”

“পিতা।”

“আমি সমগ্র হিন্দুজাতিকে এক ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করতে চাই! তুর্কস্থানে আর হিন্দুস্থানের আকাশে এক সূর্য্য চন্দ্রের মত এক ঈশ্বর—এক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে চাই—তাই আমার এই অসবর্ণ বিবাহের বিধি [illegible] বিধি [illegible]

জাতির উপকার সাধিত হবে। তাই বলি পুত্র, মহীগড়ের রাজার মেয়েকে বিবাহে অসম্মত হয়ো না।"

"কিন্তু—আমি বুঝতে পারছি না পিতা, এ অসবর্ণ বিবাহে জাতির কি উপকার সাধিত হবে!"

"ইসলাম ধর্ম্মের প্রসার ও প্রচারে কি জাতির মঙ্গল সাধিত হয় না? স্ব স্ব ধর্ম্মের বহুল প্রচারই জাতির মঙ্গল। বিশ্বের সমগ্র জাতি এই মঙ্গলের জন্য—স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেশ বিদেশে মরণ-বক্ষ বিদীর্ণে ছুটে গেছেন—শত বিপদ আপদকে হাস্য মুখে বরণ করেছেন! হাসান হোসেন ও মহম্মদ—এই ধর্ম্ম প্রচারে তরবারী পর্য্যন্ত ধারণ করেছিলেন—জীবনাহুতি প্রদান করেছিলেন। তাঁরা প্রকাশ্যে বা বল প্রয়োগে ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন। কিন্তু আমি তা করবো না; আমি স্থান কাল পাত্র পরিদর্শনে মহত্ব দেবত্ব দেখিয়ে মহিমার গরিমার আলোক বিকীরণে—কোথাও অস্ত্র ঝঙ্কারে—গর্জ্জন হুঙ্কারে—কোথাও কূট-কৌশলে—কোথাও আত্মীয়তায় বা প্রীতিতে বশীভূত করে স্ব-ধর্ম্মে ধর্ম্মিত করবো। নতুবা এই অর্দ্ধ জগত সম সুবিশালকায় ভারতবর্ষের সুবিপুল জনসমুদ্রের প্রবলশক্তি প্রতিহতে এ আর্য্যভূমে মোগলের চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা পরিস্থাপন—বাতুলতা মাত্র। হিন্দু যদি একতাবদ্ধ হয়ে এক সঙ্গে—এক কালীন—একই সময়ে কেবলমাত্র ছুটে আসে—

তাহলে তাহাদের অঙ্গোত্থিত প্রবল ঝ্যাত্যা বেগে মুষ্টিমেয় মোগল এক দিনে—এক সঙ্গে—এক লহমায় ধূলির ন্যায় কোন অজ্ঞাত রাজ্যে চলে যাবে—মোগল অস্তিত্বের সব স্মৃতিও বিলুপ্ত হবে। পাষাণবাসী রাজপুত—পাষাণেরই ন্যায় তাদের প্রতিজ্ঞা অটল—পাষাণেরই ন্যায় রাজপুত রবিকরের মত অগ্নিময় হয়ে ওঠে—আবার চন্দ্রমার কোমল হাস্যের মত শীতল হয়ে পড়ে। তাই এই জাতিকে আমি কৌশলে অবনত অধীনত করতে চাই—তাই আমি নিজে হিন্দু-নারী বিবাহ করেছি—তাই তোমায় রাঠোর-দুহিতা মমতাজকে বিবাহে উপদেশ দিচ্ছি। মুনিম খাঁ নিশ্চয়ই মমতাজকে উদ্ধার করে আমার শিবিরে নিয়ে আসবে।"

"আপনি লক্ষাধিক সৈন্য—অসংখ্য কামান বন্দুক নিয়ে যে অজেয় দুর্গ জয় করতে না পেরে—রণত্যাগে দিল্লীর পথে চলেছেন সেই চির গর্ব্বোন্নত—চির অজেয় অক্ষয় দুর্গ মুনিম খাঁ মাত্র কুড়ি হাজার সৈন্য সহায়ে কিরূপে সে দুর্গ জয় করবে পিতা—এ যে আমার কল্পনায় আসছে না।"

"তরুণ যুবক তুমি, তুমি কেন—অনেক প্রবীণও পারে নাই—পারবেও না—কিন্তু আমি পেরেছিলুম। মহারাজ ভগবান দাসের কন্যাকে বিবাহ করে—মানসিংহকে সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি পদে বরণে—অতুল সম্মান প্রদানে আমি আমার সে কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেছিলুম। আমার সে কল্পনা কতদূর কার্য্যকারী

হয়েছিল ইতিহাস তা চিরকাল খোদিত করে রাখবে। যে কৌশলে আজ আমি ভারতের কেশরীগণকে বশীভূত করে—ভারতের রাজা হয়েছি—সেই একই কৌশলে মুনিম খাঁ আরা-দুর্গ জয় করবে। জয়চাঁদের ন্যায়—আর এক হিন্দু সয়তান—মুনিম খাঁর সহায়ক সুতরাং মুনিমের জয় সুনিশ্চয়।”

এমন সময়ে দ্বারান্ত হইতে বংশীধ্বনি—ধ্বনিত হইল। সম্রাট উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

“ভিতার!”

দ্বাররক্ষী—সম্রাটের পট-কক্ষ মধ্যে প্রবেশে প্রায় ভূ-স্পর্শিতা শিরে সম্রাটকে অভিবাদনে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইল সম্রাট জিজ্ঞাসিলেন—

“কি সংবাদ?”

“হুজুর—মেহেরবান, আলোলতান মালিকের কাছে—সেনাপতি সাহেব মুনিম খাঁ বাহাদুর—রূপগড়ের রাজা ও রাঠোর-দুহিতা মমতাজ বেগম সাহেবাকে পাঠিয়েছেন।”

“যাও—এইখানে সম্মান সহকারে উভয়কেই নিয়ে এস।”

আবার ভূ-চুম্বিত অবনত মস্তকে—পুনঃ পুনঃ কুর্ণিশ করিতে করিতে পশ্চাতে পদ সঞ্চালনে দ্বাররক্ষী কক্ষত্যাগ করিল। গম্ভীর মুখে—গম্ভীর কণ্ঠে সম্রাট ডাকিলেন,—

“যুবরাজ!”

"সম্রাট।"

"শোন যুবরাজ, আমি তোমায় ভালবাসি—স্নেহ করি। এ স্নেহে কৃত্রিমতা নাই—এ ভালবাসায় কুটিলতা নাই। ভালবাসি বলেই আমি আমার অন্যান্য পুত্রকে বঞ্চিত করে এই অখণ্ডরাজ্যের রাজদণ্ড রাজ-চক্রবর্তীর আসন তোমাকেই দিয়ে যাবার সঙ্কল্প করেছি। কিন্তু হিন্দুর ম[illegible]া ও সহায়তা ব্যতীত—এ রাজ্যের প্রসার তো দূরের কথা—হস্তগত রাজ্যও হয়তো হস্তচ্যুত হবে! তাই আবার বলি, তোমার ভাবী পত্নীকে অনাদর করো না!"

এমন সময় পট্ট কক্ষের দ্বারোন্মোচনে কতিপয় রক্ষক ও রক্ষিণীসহ রূপেন্দ্র ও নিখিলা প্রবেশ করিলেন যেন নীলাম্বরে চন্দ্রোদয় হইল। স্মিতহাস্যে—স্নাত কণ্ঠে সম্রাট বলিলেন,—

"এস রাঠোর-দুহিতা মমতাজ—এস আমার পুত্রবধূ এস ভারতের ভাবী-অধিশ্বরী।"

সরল শুভ্র হাস্যে—তরল কোমল কণ্ঠে মমতাজ বলিয়া উঠিলেন—

"সেলাম গ্রহণ করুন সম্রাট।"

"এই কি তোমার অপহারক রাও রূপেন্দ্র সিংহ?"

"তুমি ভাবী ভারত-রাণী, [illegible] অসম্মানকারীর

বিচার কর। সেই জন্যই এই অপরাধীকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে না পাঠিয়ে এখানে আনিয়েছি।"

"এই অপরাধী নামে অভিহিত পুরুষপ্রবরের অপরাধ কোথায় সম্রাট—যে তার বিচার করবো ?"

"অপরাধীর অপরাধ তুমি খুঁজে পাচ্ছো না ?"

"না সম্রাট—পাচ্ছি না।"

"ভারতের ভবিষ্যত ভাগ্য-বিধাত্রীকে বলপূর্বক অপহরণের সমতুল্য অপরাধ বুঝি আর কিছু নাই। যে তস্করের ন্যায় নারী হরণ করে—সেই হীন ভীরু কাপুরুষের বিচার নারীর দ্বারাই করা শোভনীয়—তাই তোমায় এই অপরাধীর বিচারের ভারার্পণ করছি। আর তুমি অপরাধীর অপরাধ অনুসন্ধান করতে পারছো না—আশ্চর্য্য !"

"দেশের নারীকে রক্ষায়—জাতির গৌরব রক্ষায় আত্মপ্রাণ দান—অপরাধ নয় সম্রাট—মহৎ গুণ—উচ্চ উদারতার মহাপ্রাণতার ও উন্নত অন্তঃকরণের পরিচয়. আমায় যদি এ অপরাধীর যোগ্য বিচার করবার পূর্ণ অধিকার দাও রাজা—তাহলে আমি এ মহান্ অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে পুরস্কার দেব।"

"কি পুরস্কার দেবে

"আপনার সম্মুখেই মা র্গের এই মুক্তাহার স্বকরে ঐ অপরাধীর করে পরি

"তাহলে বিচারে তোমার কাজ নাই বালা !"

"দিল্লীশ্বর, আমি যে তোমায় অতি উচ্চ—উচ্চতম প্রদেশে অধিষ্ঠিত করে—শত শ্রদ্ধায় অর্ঘ্য দিয়ে এসেছি—তোমায় দেব প্রতিভূ ভেবে এসেছি—আজ আমার সে বিশ্বাস ভেঙ্গে দিও না। আমি জানি—তুমি মহান—অতি মহীয়ান—মহৎ হতেও মহীয়ান; সেই বিশ্বাসে আজ আমি তোমার শিবিরে স্বেচ্ছায় জীবিত দেহে এসেছি। নতুবা এই দেখ সম্রাট—এই বিষযুক্ত অঙ্গুরীর রত্ন লেহনে অথবা এই তীক্ষ্ণ ছুরিকায় বক্ষ বিদারণে বহু পূর্বেই জীবনাবসান করতুম।

আমরা হিন্দু, হিন্দুর নিকট রাজা দেবতা—প্রজার পিতা। তুমি সেই দেবতা—তুমি আমার সেই পিতা। আর যুবরাজ সেলিম, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ! এ নবাগতাকে একবার স্নেহ কোমল কণ্ঠে বহিন বলে ডাক—জুড়াক শ্রবণ শান্ত হোক প্রাণ।"

যুবরাজ নতশির—নীরব। সম্রাট নতনেত্র—গম্ভীর। গম্ভীর কণ্ঠে সম্রাট ডাকিলেন—

"সেলিম।"

"পিতা।"

"এই রাঠোর-দুহিতা মমতাজ [illegible] কে আমার কন্যা।"

"বেশ তাই হোক। [illegible] র স্নেহের ভগিনী- জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্তর পুলক। কিন্তু [illegible] অরুণ-দীপ্তি —স্বর্গ-

জ্যোতি—ভ্রাতাকে তোমার কর্ত্তব্য প্রেরণায়—কর্ম্ম চেতনায় সতত জাগ্রত করে রাখতে!"

"হে দেব-গুণশালী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার—কনিষ্ঠা ভগিনীর শত শ্রদ্ধা-প্রীতি-সিক্ত মত অভিবাদন গ্রহণ কর।"

সম্রাট ডাকিলেন

"কন্যা!

[illegible]।

এইবার এই অপরাধীকে তোমার কণ্ঠমালা পুরস্কার প্রদান কর। আর আমি যৌতুক স্বরূপ আমার নবজামাতা বীর-কেশরী রূপগড়ের সুশাসক রাজা, সুযশবাহী রাজপুত রথী, আরা-দুর্গ-স্বামী রূপেন্দ্র সিংহকে আরা-দুর্গের অধিস্বামীত্ব ও রূপগড়ের পূর্ণ স্বাধীনতাসহ আমার এই মহার্ঘ্য [illegible] অর্পণ করলুম। আর প্রার্থনা করি—তোমরা দুটীতে [illegible] আলোকে চিরদিন স্নান কর—অমল হাস্যে বিশ্বাকাশ আলোকিত করে তোলো! তোমাদের প্রেম-প্রীতি স্নেহ মায়ার লহরী লীলায় বসুন্ধরা সিক্ত হোক—জীবকুল তৃপ্ত হোক—এই তোমার [illegible] পিতার—তোমার রাজার অন্তরের [illegible]"